ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 August 2021 ■ আগরতলা ২১আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ৪ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি বিরোধীদের

সোনিয়ার ডাকে ১৯টি দল এক মঞ্চে ভারত বাঁচাও আন্দোলনের কর্মসূচি

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট।। আগামী লোকসভা নির্বাচনের সমস্ত বিরোধী শক্তিকে ব্যক্তিগত নানা দায়বদ্ধতাকে দূরে রেখে একেবারে সুপরিকল্পিতভাবে জেগে ওঠার জন্য আহ্বান জানালেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সোনিয়া গান্ধী। জাতির স্বার্থে তিনি এটা চাইছেন বলেও জানিয়েছেন। ডাক দেওয়া হয়েছে ভারত বাঁচাওয়ের।

শুক্রবার ভার্চুয়াল মিটিংয়ে ১৯টি বিরোধী দলের সঙ্গে প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধী। এই বৈঠকে তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন, এটা একটা চ্যালেঞ্জ। আমাদের একজোট হতেই হবে। আমাদের নানা মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সেই সময়টা এসে গিয়েছে যখন জাতির স্বার্থে আমাদের এসবের উর্ধে উঠতে হবে। আমাদের মূল লক্ষ্য ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। সেজন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা করতে হবে। জানিয়েছেন সোনিয়া। মোদী সরকারকে হঠাতে এভাবেই দেশজুড়ে বিরোধী শক্তিকে এককাট্টা হতে আহ্বান সোনিয়ার।

এদিনের বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার, ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআইয়ের ডি রাজা হাজির ছিলেন। তবে আপ পার্টিকে এই মিটিংয়ে আমন্ত্রন জানানো হয়নি। বিএসপি মিটিংয়ে হাজির ছিল না। পেগাসাস, ভ্যাকসিন সহ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিজেপিকে আরও কোণঠাসা করার ব্যাপারে এদিন আলোচনা হয়েছে। অন্যদিকে এদিন বিরোধীরা জানিয়েছেন, জম্মু কাশ্মীরে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাশ্মীরে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবিও তোলেন বিরোধীরা।

এদিকে, এদিনের বৈঠকের পর ১৯টি রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে যৌথভাবে একটি বিবৃতি দেয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে ভারত বাঁচও কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ২০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর দ্যাশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ধরণা, গণঅবস্থান, হরতাল ইত্যাদি। ১৯ রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে এই আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে দলীয় তরফে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

এদিকে, এদিন প্রচারিত যৌথ বিবৃতিতে বেশ কিছু দাবী রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে, করোনার টিকা উৎপাদনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সেই সাথে বিনামূল্যে এই টিকা সাধারণ জনগণকে সরবরাহ করতে হবে। তাছাড়া যেসব পরিবার আয়করের আওতার বাইরে রয়েছেন তাদের প্রতিটি পরিবারকে সাড়ে সাত হাজার টাকা মাসে প্রদান করতে হবে। সেইসাথে এই পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। পেট্রোল ডিজেলের উপর যে কর বসানো হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। এলপিজির দাম কমাতে হবে। কৃষি বিল নিয়ে পুনরায় পর্যালোচনা এবং সংশোধন করতে হবে ইত্যাদি।

ধ্বংসাত্মক শক্তির অস্তিত্ব স্থায়ী হয় না, নাম না করে তালিবানদের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লী, ২০ আগস্ট (হি.স.)।। আফগানিস্তান প্রসঙ্গে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নাম না করে তালিবানদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন তিনি। শুক্রবার তিনি বলেন, ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক শক্তি কিছু সময়ের জন্য সফল হতে পারে, তবে তাদের অস্তিত্ব স্থায়ী হয় না।

এদিন, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে একাধিক প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাম না করেই তালিবানদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সোমনাথ মন্দির বহুবার ধ্বংস করা হয়েছে, বিগ্রহ বহুবার অপবিত্র করা হয়েছে। এর অস্তিত্ব বিলোপের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে প্রত্যেক ধ্বংসাত্মক হামলার পরও স্বমহিমায় রয়েছে এই মন্দির। যেটি আমাদের আত্মবিশ্বাস জাগায়। যে সব বাহিনী ধ্বংসের লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং যারা সন্ত্রাসের আদর্শ নিয়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে চাইছে, তারা কিছু সময়ের জন্য সফল হতে পারে। তবে তাদের অস্তিত্ব কখনও চিরস্থায়ী হয় না, কারণ তারা কোনওদিন মানবতাকে দমন করে রাখতে পারে না।"

এদিনের বক্তৃতায় মোদী টেনে এনেছেন রাম মন্দিরের প্রসঙ্গও। নয়া ভারত গড়ার পথে রাম মন্দির অন্যতম একটি স্তম্ভ বলেও তিনি এদিন দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, "যখন আমি ভারত জোড়ো আন্দোলনের কথা বলি, তার মধ্যে শুধু ভৌগোলিক ও আদর্শগত সংযোগের বিষয় থাকে না। কিন্তু ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন ভারত গড়ার শপথও থাকে। নতুন ভারতের শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে রাম মন্দির গড়ে তোলা হচ্ছে।"

গ্রুপ-ডি'র পরীক্ষা নিল জেআরবিটি, কাল গ্রুপ-সি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। আজ থেকে শুরু হল জেআরবিটি গ্রুপ ডি পরীক্ষা। আগামী রবিবার অনুষ্ঠিত হবে গ্রুপ সি পরীক্ষা। শুক্রবার যাবতীয় সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী যা যা নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম অনুযায়ী গ্রুপ ডি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা হলে প্রবেশ করেন। রাজ্য সরকার জেআরবিটি গ্রুপ ডি ও গ্রুপ সি কর্মী নিয়োগের জন্য কর্মী শুক্রবার থেকে ইন্টারভিউ গ্রহণের কাজ শুরু করেছে ।

রাজ্য অবস্থিত চাকরিপ্রার্থীরা ইন্টারভিউতে অংশ নিচ্ছে। শুক্রবার প্রথম দিনে পরীক্ষা গ্রহণ পর্ব মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোট ৪৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। রাজধানী আগরতলা শহরের শিশু বিহার স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রে বহির রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেন।

শিশু বিহার পরীক্ষা কেন্দ্রে মোট ৩৩৬ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছে। তাদের প্রত্যেকেই বহির রাজ্যের বাসিন্দা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, রাজস্থান এবং ঝাড়খন্ড থেকে পরীক্ষার্থীরা এবং ঝাড়খন্ড থেকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষা কেন্দ্রের ইনচার্জ জানান করোণা বিধি মেনেই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় একটি কেন্দ্রে গ্রুপ-ডি পদে পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘ লাইন। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামীজি আক্রান্ত আগরতলায় ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। পশ্চিমবঙ্গের রামপুরহাটে রামকৃষ্ণ সেবারাম আশ্রমে স্বামী বরুনানন্দ মহারাজের উপর তৃণমূলী অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ আগরতলা বিক্ষোভ মিছিলে ধিক্কার জানিয়েছে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ। মঞ্চের রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সুর চড়িয়ে বলেন, ত্রিপুরায় এসে ওঁরা গণতন্ত্রের দোহাই দিচ্ছেন। অথচ, পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের শাসনে তৃণমূলের সমাজদ্রোহিরা আশ্রমে ঢুকে স্বামীজির উপর দৈহিক নির্যাতন করেছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বলেন তিনি।

এদিন রাজীব বাবু তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, ত্রিপুরায় গণতন্ত্র নেই বলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিছু মানুষ ভীষণ চিতার করছেন। অথচ তাঁদের শাসনে তৃণমূলের সমাজদ্রোহিরা পশ্চিমবঙ্গে মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন করে চলেছে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে সকলেই অবগত রয়েছেন। এখন আশ্রমের স্বামীজিও রেহাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৫ দফা দাবীতে মাসব্যাপী আন্দোলনে নামছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। লক্ষ্য দেশজুড়ে বিজেপি বিরোধী আন্দোলন আরও তেজি করা। তাই, ১৫ দফা দাবীতে মাসব্যাপী আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সিপিএম। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায় গোটা সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে আন্দোলন করবেন কমিউনিস্টরা। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিলেন সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্য কমিটি স্থির করেছে ত্রিপুরায় মহকুমা স্তরে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

এদিন তিনি বলেন, গত ৬ থেকে ৮ আগস্ট তিনদিবসীয় সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সমস্ত রাজ্য কমিটিকে সেপ্টেম্বরে ১৫ দফা দাবিতে মাসব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি স্থির করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে মোতাবেক সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্যরা গত ১৯ আগস্ট ভার্চুয়াল বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই আন্দোলন মহকুমা স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, দেশে কোভিডের টিকার ঘাটতি রয়েছে। টিকার সংখ্যা বাড়াতে হবে, কারণ অনেকেই টিকার দ্বিতীয় ডোজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, দেশে করোনার প্রকোপে মানুষের আয় কমেছে, তাই আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারকে মাসে ৭৫০০ দিতে হবে। তিনি বলেন, পেট্রোল ও ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জেরে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। তাই, কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে লোক্যাল ট্রেন পরিষেবা চালুর দাবিতে ধর্নায় উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। করোনার প্রকোপে ত্রিপুরায় লোক্যাল ট্রেন পরিষেবা সাময়িক বন্ধ রয়েছে। তাতে, মানুষের দুর্ভোগ চরম সীমায় পৌছে গিয়েছে অভিযোগ এনে আজ ধর্মনগর রেল স্টেশনে ধর্না দিয়েছেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। তাঁর হুশিয়ারী, আজ শান্তিপুর্ন আন্দোলন করছি। রেল পরিষেবা অবিলম্বে স্বাভাবিক না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

প্রসঙ্গত, করোনার প্রকোপে ত্রিপুরায় কারফিউ জারি করার পর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ লোক্যাল ট্রেন পরিষেবা সাময়িক স্থগিত রেখেছেন। দুরপাল্লার ট্রেন যথারীতি চালু রয়েছে। সম্প্রতি একটি ডেমু ট্রেন চালু করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। ফলে মানুষের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

আজ ধর্মনগর রেল স্টেশন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের নেতৃত্বে ধরনা প্রদর্শিত হয়েছে। ধর্মনগর-আগরতলা এবং ধর্মনগর-শিলচরের মধ্যে সকাল বেলা লোক্যাল ট্রেন চালুর দাবিতে এদিন বিজেপি যুব মোর্চার কার্যকর্তাদের নিয়ে ধর্মনগর রেলস্টেশনে ধর্নায় সামিল তিনি।

এ-বিষয়ে উপাধ্যক্ষ বলেন, আজ আমরা শুধুই শান্তি পূর্ণ আন্দোলন করেছি। কোন ধরনের অবরোধ কিংবা রেল রংকো আন্দোলনের পথে হাটিনি। তাঁর বক্তব্য, শুধু মাত্র রেলওয়ের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে সাধারণ মানুষের দাবী পৌছে দেওয়ার জন্যে আজকে আমরা এই ধর্নায় সামিল হয়েছি। তবে শীঘ্রই লোকাল ট্রেন চালু না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে, হুশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার আগরতলা টাউন হলে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে দিব্যাঙ্গনদের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যভিত্তিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ছবি নিজস্ব।

মজুরি না পেয়ে পশ্চিম ধ্বজনগর পঞ্চায়েতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ শে আগস্ট।। আবারো রেগার কাজ করে উপযুক্ত মজুরি না পেয়ে শ্রমিক বিক্ষোভ। ঘটনা উদয়পুর মহকুমা টেপানিয়া ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম ধজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। রেগার কাজ করে ন্যায্য মজুরি না পেয়ে পঞ্চায়েতের দরজা বন্ধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে রেগা শ্রমিকরা।

রেগা শ্রমিকদের অভিযোগ পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বৈষ্ণবের বাড়িতে রেগার কাজ করে ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না শ্রমিকরা। রেগা শ্রমিকদের দিয়ে বিশ্বজিৎ বৈষ্ণবেরচ পুকুর খনন করানো হয়। কাজ করতে গিয়ে পুকুরের বিভিন্ন অংশে বড় বড় গাছের গুড়ি থাকায় শ্রমিকদের কাজের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় শ্রমিকরা গাছের গুড়ি তুলতে অনীহা প্রকাশ করেন। পঞ্চায়েতের জি আর এস শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন গাছের গুড়ি না তুললে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় বিদ্যুতের ছোঁবলে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২০ আগস্ট।। ধলাই জেলার গন্ডা ছড়ায় বিদ্যুৎ লাইন সারাই করতে গিয়ে বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বেসরকারী বিদ্যুৎ কর্মীর। মৃত ব্যক্তির নাম অনিভাস সরকার।

বিদ্যুৎ লাইন সারাই করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে আরো এক বেসরকারি বিদ্যুৎ কর্মীর। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বেসরকারি বিদ্যুৎ কর্মীর নাম অনিভাস সরকার। বাড়ি গন্ডাছড়া থানাধীন নারায়নপুর এডিসি ভিলেজের জয় কিশোর প্রধান পাড়া। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ। এই সময় সে বিষ্ণুরাম পাড়ায় বিদ্যুত লাইন সারাই করছিল।

তখনই ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি। সহকর্মীরা সেখান থেকে তাকে দ্রুত গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অনিভাস সরকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে দিব্যাঙ্গনদের জন্য সাহায্যের ডালি নিয়ে হাজির কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ত্রিপুরায় দিব্যাঙ্গনদের জন্য সাহায্যের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছেন কেন্দ্রীয় ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ণ রাষ্ট্র মন্ত্রী ভূমিকন্যা প্রতিমা ভৌমিক। রাজ্যে আরও চারটি জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রত্যেক জেলা ও মহকুমায় ডে কেয়ার সেন্টার ও আটটি জেলায় বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন এবং সারা রাজ্যে দিব্যাঙ্গনদের জন্য ইউডিআইডি কার্ড প্রদানের জন্য প্রস্তাব পাঠাতে ত্রিপুরা সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ত্রিপুরার ভূমিকন্যা হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ায় মাতৃভূমির প্রতি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছায় তিনি রাজ্য সরকারকে ওই পরামর্শ দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বর্তমানে ত্রিপুরা সফরে রয়েছেন।

আজ আগরতলা টাউন হলে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে দিব্যাঙ্গনদের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যভিত্তিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তিনি দিব্যাঙ্গনদের হাতে ইউডিআইডি শংসাপত্র এবং চলন সামগ্রী তুলে দিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার নিজের মাতৃভূমিতে এসে প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। তাতে ভীষণ গর্ব অনুভব হচ্ছে। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দিব্যাঙ্গনদের জন্য প্রচুর প্রকল্প এনেছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় চারটি জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। ত্রিপুরা সরকারকে আরও চারটি কেন্দ্র স্থাপনে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছি। তাঁর আশ্বাস, প্রস্তাব পাওয়া সাথে সাথেই অনুমোদন দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলি হাসপাতালের নিকটে হলে ভালো হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরায় আটটি জেলায় প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম খোলা হবে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা সেগুলি পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে, সমস্ত খরচ সরকারই বহন করবে। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আটটি জেলায় এবং সমস্ত মহকুমায় ডে কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হবে। সেখানে প্রবীণরা সকাল থেকে সন্ধ্যা সময় কাটাতে পারবেন। তাঁদের জন্য খাবার এবং বিনোদনের সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে। ওই সেন্টার গড়ে তোলার সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করবে। তিনি বলেন, ওই সেন্টারগুলিতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ফিজিওথেরাপি এবং অন্যান্য প্রাথমিক চিকিতার বন্দোবস্ত থাকবে।

এদিন তিনি জানান, ত্রিপুরায় ৮৪ হাজার দিব্যাঙ্গন রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার মধ্য প্রদেশকে ইউডিআইডি কার্ড প্রদানে চিহ্নিত করেছে। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে ত্রিপুরাকে অন্তর্ভুক্ত করে ১০০ শতাংশ ইউডিআইডি কার্ড দিব্যাঙ্গনদের প্রদানে অনুরোধ জানিয়েছি। প্রত্যেক মহকুমায় শিবির গঠন করে মিশন মুডে ওই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানো হবে। তিনি ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফের করোনার প্রকোপ নামল দুই শতাংশের নিচে, ২৪ ঘন্টা ছিল মৃত্যুহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ত্রিপুরায় ফের করোনার দৈনিক সংক্রমণ দুই শতাংশের নিচে নেমেছে। নিয়ন্ত্রণে আসতে এখনো অনেকটা সময় লাগবে বলেই মনে হচ্ছে। তবে, গত ২৪ ঘন্টা ত্রিপুরা ছিল করোনায় মৃত্যুহীন। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৮৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি, ২৩৭ জন সুস্থ হয়েছেন। সংক্রমণের হার কমে হয়েছে ১.৭৯ শতাংশ। তাতে বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাড়িয়েছে ১১৭০ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১৩১২ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩৬৫৮ জনকে নিয়ে মোট ৪৯৭০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৭ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৮২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৮৯ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার কমে হয়েছে ১.৭৯ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৩৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১১৭০ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮১৮২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৯৮০৮ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.৮৩ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৭.৬১ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে কোন মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৮২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩০১▫ ২১আগস্ট ২০২১ ইং▫ ৪ ভাদ্র ▫ শনিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

নিরপেক্ষতা

সিবিআই হইল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সংস্থাটি একসময় যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। যে-কোনও বড় ধরনের দুর্নীতি এবং অপরাধের শিকড় পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাওয়া সিবিআই এর কাজ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থটি খুবই শক্তিমান ও দক্ষ হওয়া প্রয়োজন। সিবিআই কোনও মামলার তদন্তভার নেওয়া মানেই কিংবা অপরাধীদের নিস্তার নাই। 'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন' শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। রাজ্য পুলিস প্রশাসনের উপর আস্থা হারাইলেই মানুষ সিবিআই তদন্তের দাবিতে সরব হইয়া থাকে। রাজ্য সরকার তাহাতে গরিমসি বা আপত্তি জানাইলে সিবিআই তদন্তের দাবি আদায়ে মানুষ শীর্ষ আদালতে পর্যন্ত মামলাও লড়িয়াছে। সিবিআই সম্পর্কে এটাই ছিল বেশিরভাগ মানুষের মনোভাব সংস্থাটির প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির নিরপেক্ষতা নিয়াও প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নানা কার্যকলাপে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি সেই মর্যাদা হারাইয়াছে। তার প্রতি বেশিরভাগ মানুষের বিশ্বাস, আস্থা, শ্রদ্ধা আর আগের মতো নাই বলিলেই চলে। সাংবিধানিক স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা এমন পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মানুষ পীড়িত, বিচলিত ও ক্ষুব্ধ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিআইএ"র কাজকর্মে রীতিমতো ক্ষুব্ধ আদালতও। একাধিক হাইকোর্ট এবং দেশের সুপ্রিম কোর্টও সিবিআই সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট গুলি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিআইএ"র কাজকর্ম সম্পর্কে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করিয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ ক্ষমতাসীন থাকাকালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংএর আমলে কয়লা খনির ব্লক বণ্টন মামলায় দুর্নীতির তদন্ত করিয়াছিল সিবিআই। এই ফেডারেল এজেন্সির কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের গন্ধ পায় কোর্ট। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালত সিবিআই সম্পর্কে দুটি তকমা দিয়াছিল'কেজড প্যারট' এবং 'ইটস মাস্টার্স ভয়েস'! বাংলা তরজমা করিলে দাঁড়ায় 'খাঁচাবন্দি তোতা' আর 'মনিবের কণ্ঠস্বর'!

কেন্দ্রের শাসক গোষ্ঠী

রাজনৈতিক ক্ষমতার জুড়ে সিবিআই নামক স্ব-শাসিত বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানকে কলঙ্কিত করিয়াছে। ক্ষমতার অধীশ্বররা সিবিআইয়ের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে বিশেষ যত্নবান হইলে সিবিআইর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হইবে। যাহারা বরাবর 'নীতির রাজনীতি'-র বুলি আউড়াইয়া আসিয়াছে তাহারা সদর্থক ভূমিকা পালন না করলে সিবিআই রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিতে পরিণত হইবে। কিন্তু বাস্তব খুবই য কঠিন। ভারতের রাজনীতি সাধারণভাবে কায়েমি স্বার্থের দাস। দলীয় স্বার্থ, কখনও ব্যক্তিস্বার্থই বড় হয়েছে তাদের কাছে। ক্ষমতা হাতে পাওয়া মাত্রই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে বিজেপি। তার ভিতরে সিবিআই, ইডির নাম উল্লেখ করতে হয় বিশেষভাবে। এছাড়া সিএজি, নির্বাচন কমিশন এবং বিচার বিভাগকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা তাহারা। বিষয়ে রাজনৈতিক মহল থেকে একাধিকবার অভিযোগ উঠিয়াছে। কোর্ট চায় এই মুহূর্তে সিবিআইয়ের আমূল সংস্কার। তাহার জন্য ১২ দফা নির্দেশিকা জারি করিয়াছে। সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে সংস্থার স্বাধীনতার উপর। কোর্ট চায় সিবিআই সংসদ ছাড়া আর কারও কাছে দায়বদ্ধ থাকিবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে। তদন্তকারী সংস্থা গুলি যদি নিরপেক্ষ তদন্ত করিতে না পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আদালতে ন্যায় বিচার হোক সুবিচার কোনভাবে নিশ্চিত করা যাইবে না। সেই কারণেই সিবিআইয়ের কাজ কর্মের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে আদালতের।

প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী পিলু ভট্টাচার্য, দীর্ঘদিন ছিলেন অসুস্থ

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.): প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পিলু ভট্টাচার্য। দীর্ঘদিন ধরেই হৃদরোগ সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর সম্প্রতি বাড়ি ফেরেন। বৃহস্পতিবার রাতে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। ২০১৫ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান। প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর প্রয়াণে টালিগঞ্জ-সহ বাংলার সঙ্গীত মহলে নামল শোকের ছায়া। পরিবার সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন খ্যতনামা এই শিল্পী। দিন কয়েক আগেই বাড়ি ফিরেছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই ফের বুকে ব্যথা শুরু হয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

পিলু ভট্টাচার্যর ছোট বেলা কেটেছে উত্তর কলকাতায়। পড়াশোনার পাশাপাশি গানকে নিজের প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নিলেও, তাঁর এই চলার পথ খুব একটা সহজ ছিল না। প্রথম জীবনে কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে ধীরে ধীরে কিছুটা নাম অর্জন করতে থাকনে। এরপর শুরু দীর্ঘ সংগ্রামের পথ। পড়াশোনা শেষ করে সম্পূর্ণ ভাবেই গানের জগতে মনোনিবেশ করেন পিলু ভট্টাচার্য। এরপর তাঁর প্রতিভার জোরে একের পর এক সিনেমায় হিট হয় তাঁর গাওয়া গান। এরই মধ্যে আবার নিজের লেখা এবং সুর সহযোগে প্রকাশ করেন নতুন অ্যালবাম। ২০০৭ সালে তাঁর রাধামাধব অ্যালবাম গোটা বাংলার মানুষের মন জয় করে নেয়। তারপর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি পিলুকে।

মহারাষ্ট্রে উল্টে গেল ডাম্পার ট্রাক, মৃত্যু ১৩ জন শ্রমিকের

বুলধানা (মহারাষ্ট্র), ২০ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলায় ডাম্পার ট্রাক উল্টে প্রাণ হারালেন ১৩ জন শ্রমিক। এছাড়াও আরও ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলার টাডেগাঁও ফাটায় দুসারবিদ গ্রামের কাছে সিন্দখেদ্রাজা-মেহকর রোডের উপর। ডাম্পার ট্রাকে চেপে নাগপুর-মুম্বই সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ে প্রোজেক্টের কাজে যাচ্ছিলেন ১৬ জন শ্রমিক। হাইওয়ে প্রোজেক্টের জন্য স্টিল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওই ডাম্পার ট্রাকে। বুলধানা পুলিশ সুপার অরবিন্দ চাভরিয়া জানিয়েছেন, দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল ট্রাকটি। রাস্তায় গর্ত থাকায় বেসামাল হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় ট্রাকটি। মৃত্যু হয়েছে ১৩ জন শ্রমিকের, ৩ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের অবস্থায় সঙ্কটজনক। খবর পাওয়ার পর কিনগাঁও রাজা থানা থেকে পুলিশ কর্মীরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন। মৃত শ্রমিকদের বাড়ি বিহার ও উত্তর প্রদেশে।

ভোর তখন চারটে, মুম্বই বিমানবন্দরে সলমনকে আটকে দিলেন সিআইএসএফ অফিসার

মুম্বই, ২০ আগস্ট (হি.স.): ঘড়ির কাঁটায় ভোর তখন চারটে, মুম্বই বিমানবন্দরে বলিউড অভিনেতা সলমন খানের পথ আটকে দিলেন একজন সিআইএসএফ অফিসার। কিন্তু কেন? নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তবেই সলমন বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে পারবেন বলে তাঁর রাস্তা আটকান ওই অফিসার। সিআইএসএফ অফিসারের এই ভূমিকার প্রশংসা করেছেন নেটিজেনরা।

"টাইগার-৩" ছবির শ্যুটিংয়ের জন্য শুক্রবার রাশিয়ায় উড়ে যাচ্ছিলেন সলমন খান। বিমানবন্দরে সলমনকে এক ঝলক দেখার জন্য উপস্থিত ছিলেন তাঁর ভক্তরা। ভিড় এড়িয়ে সলমন যখন বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে যান, তখনই তাঁর পথ আটকান বিমানবন্দরের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা একজন সিআইএসএফ অফিসার। সলমনকে সিকিউরিটি চেক সম্পূর্ণ করতে বলেন তিনি। সলমনও নিয়ম মেনে সমস্ত কাজ করে তবেই বিমানবন্দরে প্রবেশ করেন। সলমন খানকে সিআইএসএফ অফিসারের পথ আটকানোর ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। নেটাগরিকরা ওই সিআইএসএফ জওয়ানের প্রশংসা করেছেন।

সবুজ বিপ্লবের জনক জিনতত্ত্ববিদ এমএস স্বামীনাথন

ড. বিমলকুমার শীট

ভারত এক কৃষিপ্রধান দেশ। অতীত থেকে বর্তমান কৃষিই তার ভিত্তি। এর উপর নির্ভর করে দেশের অগ্রগতী এবং জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ। স্বাধীনতার আগে তো বটেই স্বাধীনতার পর ভারত ছিল খাদ্যের অভাবে চির ব্রিস্ট এক দেশ, যার ভারমূর্তি ছিল ভিখারির, সে এক ধাক্কায় এমন একদেশে পরিণত হল যে কিনা খাদ্যে স্বয়ংভর। এমন কী অচিরেই সে খাদ্য-উৎপাদনে উদৃত্ত সৃষ্টি করতে পারল। এর পিছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল ভারতে সবুজ বিপ্লবের

জনক এমএস স্বামীনাথনের। তবে এই বিপ্লবের বুনিয়াদ তৈরি হয়েছিল অনেক আগে জওহরলাল নেহেরুর সময় থেকেই। সবুজ বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক জিএস ভাল্লা বলেন, সবুজ বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক জিএস ভাল্লা বলেন, সবুজ বিপ্লব, বা ভারতের প্রযুক্তিভিত্তিক

গুণগত রূপান্তর তার জীবৎকালে ঘটেনি, ঘটেছিল তার প্রয়াণের অল্পকাল পরে এই প্রযুক্তি ভিত্তিক বিকাশের বনেদ কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছিল তার জীবৎকালেই। ১৯২৫ সালে ৭ আগস্ট তামিলনাড়ুর কুম্বাকোনাম শহরে এমএস স্বামীনাথন জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের যখন ১১ বছর বয়স তখন পিতা সার্জন ডা. এনকে সান্তাশিবন এর মৃত্যু হয়। বালক স্বামীনাথন তখন কাকার কাছে মানুষ হন। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় এবং পরে কুম্বাকোনামের ক্যাথলিক লিটন ফ্লাওয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সেখান থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সমগ্র দেশ উত্তাল। বাংলায় তখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, এ সব কিছু স্বামীনাথন দেখেন। এরপর তিনি গান্ধিজির ছারা প্রভাবিত হয়ে ভারতকে ক্ষুধা থেকে মুক্ত করতে নিজেকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর স্বামীনাথন মেডিকেল ছেড়ে কৃষি বিষয়ে পা বাড়ান। কেরলের ত্রিবান্দ্রমের মহারাজা কলেজ থেকে জুলজিতে বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। মাদ্রাজ কৃষি কলেজ থেকে কৃষি বিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভের পর বম্বাচ্ছজ্জসালে দিল্লি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে উদ্ভিদ প্রজনন ডিগ্রি লাভ করেন। পরে মেধা বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাত্রা তারপর কেন্ত্রিজের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৩. সালে তিনি ইউসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজননবিদ্যা বিভাগে গবেষকের নিয়োগপত্র পান। প্রাক সবুজ বিপ্লবে দেশের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। মধ্য-যাট নাগাদ কতকগুলো দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা আর কতকগুলি তাৎক্ষণিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে কয়েকটি আন্তিকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমাপতন ঘটে, আর তারই ফলে এক সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি হয়। মধ্য-পঞ্চাশের সময় থেকেই খাদ্য-ঘাটতি চলতে থাকে এবং

এম এস স্বামীনাথ সবুজ বিপ্লবে তার মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। চাল, গম ও বার্লির বীজকোষে নানা আকস্মিক জৈবনিক রূপান্তরের সনাক্তকরণের কাজ করলেন। গম নিয়ে কাজ তো আগেই শুরু করেছিলেন। তিনি দেখলেন মেক্সিকোতে নরম্যান বরলগ সংকর গমবীজ 'নরিন' ব্যবহার করে সেখানে এক বিপ্লব এনেছেন।

মধ্য-বাটে গিয়ে তা গভীর সংকটের রূপ নেয়। ষাটের শুরু থেকেই কৃষির বৃদ্ধিহার থমকে যায়। স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ ঘটে। পরিকল্পিত শিল্পায়নের জন্য বিশাল টাকা বিনিয়োগ করা, হল। এই সবের ফলে ভারতীয় কৃষির ওপর দীর্ঘমেয়াদি চাপ পড়ল। খাদ্যের চাহিদা এতটাই বাড়ল যে ভারতের বাজার তা পুরোপুরি মেটাতে পারল না। মধ্য- পঞ্চাশ থেকেই খাদ্যের দাম বাড়তে থাকে। খাদ্য-ঘাটতি বেশি মাত্রায় খাদ্য আমদানি করতে হল। এর বিকল্প ছিল গ্রামাঞ্চল থেকে প্রচুর মানবীয় মূল্য দিয়ে ব্যাপক পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করা। এ পথ ভারতের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না। পিএল ৪৮০ কার্যসুচি অনুযায়ী আমেরিকা থেকে খাদ্য আমদানি করার বিতর্কিত চুক্তিটি সই হয় ১৯৫৬ সালে। চুক্তির পর প্রথম বছরেই প্রায় তিরিশ লক্ষ টনখাদ্যশস্য আমদানি করা হয়। এহেন পরিস্থিতিতে প্রথমে চিনের সঙ্গে (১৯৬২) তারপর পাকিস্থানের সঙ্গে (১৯৬৫) যুদ্ধ বাধল। ১৯৬৫- ৬৬ সালে পরপর দুবার খরা হওয়ার দরুন কৃষি উৎপাদন কমল ১৭ শতাংশ, খাদ্য উৎপাদন কমল ২০ শতাংশ। খাদ্যের দাম হুহু করে বাড়ল। ১৯৬৬ সালে ভারত ২. কোটি টনের বেশি খাদ্যশস্য আমদানি করতে বাধ্য হল। এই রকম অবস্থায় সবার আগে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জনই মধ্য ষাটে ভারতের অর্থনৈতিক পলিসির লক্ষ্য হয়ে উঠল। তখনকার প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী, তাঁর খাদ্যমন্ত্রী। সি সুব্রমণীয়াম, এবং ইন্দিরা গান্ধি, এরা সকলেই ভারতীয় কৃষি উত্তরণের রণনীতির মৌলিক রূপান্তর সাধনের প্রক্রিয়াকে পূর্ণ মদতক দিলেন। বিশ্বব্যাঙ্ক নিয়োজিত বেল মিশন ওই রণনীতির সুপারিশ করল আমেরিকাও তাঁরঅনুকুলে চাপ দিল।

প্রশাসনিক স্তরে এরকম একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। গবেষণার পরএস এস স্বামীনাথন দেশে ফেরেন। তিনিও একথা ও ভাবেন যে কি ভাবে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমবীজ প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে কৃষকের মুখে হাসি ফেরানো যায়। প্রথমে তিনি কটক কেন্দ্রীয় চাল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। গবেষণা করে জাৎপানিকা-ইন্ডিকা এই দুই জাতের ধান গাছের সংকরায়ণ ঘটান। ফলে সাড়া পড়ে গেল চারদিকে এরপর তিনি নতুন দিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ১৯৬৬ ঢুকলেন।

ছ-বছর পর তিনি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে (১৯৭২ সালে) যোগ দেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আঠারো বছরে গবেষণায় বহু নতুন সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয় চাল ইন্ডিকার সঙ্গে সংকরায়ণ ঘটিয়েছেন। জাপানি চাল 'জাপানিকার'। ফলে দারুণ ফলস ফলছে। দুটি সাধারণ প্রজাতি নিয়ে পাটের বেলায় 'কলম' গড়েছেন। ফলে গম, চাল, পাটের ক্ষেত্রে দারুণ। পরিবর্তন ঘটল।

এমএস স্বামীনাথন সবুজ বিপ্লবে তার মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। চাল, গম ও বার্লির বীজকোষে নানা আকস্মিক জৈবনিক রূপান্তরের সনাক্তকরণের কাজ করলেন। গম নিয়ে কাজ তো আগেই শুরু করেছিলেন।

তিনি দেখলেন মেক্সিকোতে নরম্যান বরলগ সংকর গমবীজ "নিরিন" ব্যবহার করে সেখানে এক বিপ্লব এনেছেন। বরলগকে ভারতে আনা হল। তিনি মতামত দিলেন ভারতের মাটিতে "নিরিন" দারুন খাপ খাবে। তাই আঠার হাজার টন গমবীজ নেরিন) মেক্সিকো থেকে এল। স্বামীনাথন সরাসরি "নরিন"কে পাঠালেন না। তিনি খাওয়ালেন সংকরায়নের মধ্য দিয়ে। বেরিয়ে এল কয়েকটিনতুন সংকর বীজ। নাম দিলেন এদের "কল্যাণসোনা" ।

এরপর স্বামীনাথন ভারতীয় কৃষিমন্ত্রককে এক সুন্দর কার্যকরী প্রস্তাব দিলেন। তা হল জাতীয় প্রদর্শ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামের চাষীকেও যখন নতুন বীজ জমিতে রোপনের উপযোগিতাকে ঠিক ঠিক বোঝাবেন, তখনই নেমে আসবে সবুজ বিপ্লব। চাল, গম, জোয়ার, ভুটট প্রভৃতি প্রত্যেকটি উচ্চফলনশীল সংকর বীজ গেল চাষির ঘরে ঘরে। সাবেকি বীজগুলি বাতিল হল। চারদিকে ঘটল সংকর বীজের জয়জয়কার। সেই সঙ্গে ভারতের যে সব এলাকায় সেচের নিশ্চিতি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা আছে সেইসব জায়গায় নিবিড়ভাবে কাজ আরম্ভ হল। বিভিন্ন উপাদান সেখানে প্রয়োগ করা হল। যেমন, উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, ট্রাক্টর, পাম্প প্রভৃতি সমেত নানান কৃষি-স্তরপাতি, মৃত্তিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা, কৃষিশিক্ষা কর্মসূচি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ। এইভাবে প্রাথমিকভাবে প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ একর জমি। সেখানেই ওই সমগ্র কর্মসূচির যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ঢেলে দেওয়া হল। এই রণনীতির সুফল দেখতে পাওয়া গেল। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩৫ শতাংশ বাড়ল। নিট খাদ্য আমদানির পরিমাণ কমল। ১৯৬৬ সালে তার পরিমাণ ছিল ১কোটি ৩ লক্ষ টন, ১৯৭০ সালে কমে দাড়ায় ৩৬ লক্ষ টনে। অবশেষে ভারতের "ভিখারি" ভাবমূর্তি বদলায়। এমএস স্বামীনাথন হিসেব করে দেখিয়েছেন, গম ও চালের সবুজ বিপ্লবের আগে হেক্টর-পিছু ফলনহারে যদি বর্তমানে উৎপাদিত খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হত, তাহলে বাড়তি ৮ কোটি হেক্টর জমি লাগত, অর্থাৎ তার জন্য বিদ্যমান কৃষিজমি শতকরা ৬৬ ভাগ বাড়াতে হত-যা অবাস্তব।

স্বামীনাথন গবেষক হিসাবে যতখানি তার চেয়ে বেশি প্রশাসক হিসাবে। তিনি ইন্ডিয়ান কাউলিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের ডিরেক্টর (১৯৭২-১৯৭৯), ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের প্রিন্সিপল সেক্রেটারি ১৯৭৯-৮০) এবং ইন্ডিয়ান রাইস রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর (১৯৮২-১৯৮৮) হিসাবে কাজ করেন। তিনি নিয়ম করে ক্লাস নিতেন। ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতেন কৃষির মাধ্যমে দেশ সেবার স্বরূপটি। বহু স্বনামধন্য ছাত্রছাত্রী গড়েছেন তার অধ্যাপনায়। ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাদেমির ফেলো হয়েছেন। ১৯৭১ সালে সুইড বীজ আসোসিয়েশান তাকে শস্যের জগতে পর্বত প্রমাণ কাজের জন্য ফেলো নির্বাচিত করেছেন। এরপরে হয়েছেন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো। দেশ বিদেশে বহু সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখ্য তিনি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫০টিরও বেশি সম্মান সুচক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ১৯৭১ সালে পেলেন রমণ ম্যাগসাইসে পুরস্কার। মানপত্রে বলা হল "He is Scietist, educator of boxh student and famersand administrator towards generating a new confidence in India's agricultural Capability' ১৯৭৬ সালেএমএস ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি হন। তিনিই প্রথম বললেন, পৃথিবীর প্রতিটি জাতির বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রয়োগের বেলায় একটা অগ্রাধিকারের তালিকা থাকে। তিনি নিজের হাতে করে ভারতীর কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে এমএস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন নামক গবেষণাগার স্থাপন করেন। বর্তমানে তিনি এর চেয়ারম্যান। ৯৫ বছর বয়সেও তিনি কর্মচঞ্চল এবং নিয়মিত তার অফিসে যান।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্কট বেড়েই চলেছে মোকাবিলার কয়েকটি সহজ উপায়

অনুভব বেরা

সদ্য ভারতের নীতি আয়োগ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে ২০২০ সালের মধ্যে ২১টি ভারতীয় শহরে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে। যার মধ্যে রয়েছে, রাজধানী দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদের মতো শহর। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে এর ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবেন অন্তত দশ কোটি মানুষ। ২০৩০-এ দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। ভারতের ভূগর্ভস্থ জলের সংকট যে ঘনিয়ে আসছে তা বেশ কয়েকবছর আগে বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণা থেকে জানা গিয়েছিল। ভারতের পঞ্চম ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের রিপোর্ট ২০১৭-র নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল ভূপৃষ্ঠের উপরের জলে ঘটতি তাই মানুষ মাটির নীচের জলকে যথেচ্ছবাবে তুলে ফেলছে। নাসার উপগ্রহ চিত্রের ছবি থেকে ভারতের জলাধারগুলির জলে হু হু করে কমার ইঙ্গিত মেলে। তাতে আমরা সচেতন হইনি। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। নদীমাত্রিকও বটে। কৃষিকাজে ও দৈনন্দিন জীবনে আমরা মাটির নীচের জলকেই ব্যবহার করছি। বেশ কিছু রাজ্যে নদীর জলে সেচ ব্যবস্থা থাকলেও তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। তা ছাড়া ভারতের প্রধান নদীগুলির জল কমে আসছে। এমতাবস্থায় মাটির জল ছাড়া উপায় কোথায়? গত দশ বছরে ভূগর্ভের জলের চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনই চলছে জলের অপচয় ও 'জলের লুঠ' ভারতের জলসম্পদ কমিশনের মতে ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতের লোকসংখ্যা ১৭৫ কোটি হবে। তার জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে এবং ৬ কোটি হেক্টরের পরিবর্তে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে । এই বিপুল জলের চাহিদা মেটাতে চাষের ক্ষেত্রে বিকল্প ভাবনা আনতে হবে। সবার আগে সেচ ব্যবস্থার মুক্ত বন্যা পদ্ধতি (সারা জমিতে টইটম্বুর জল ভরে চাষ) বন্ধ করতে প্রতি বিন্দু জল পিছু ফসল ও আয় নীতি ধারণা বাধ্যতামূলক চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা ইজরায়েলের দুটি সমবায় পদ্ধতি 'কিবুৎজ ও মসহ্যাভ (মসহ্যাভ উপায় হল কৃষিজমিতে জলের স্বপ্ল ব্যবহার ও গ্রিনহাউস কৃ-কৌশলের সংবলিত রূপ। যেখানে কম জলে স্থানীয়ভাবে প্রচুর ফসল উৎপাদন করা যায়। একে মূল্যযুক্ত ফসল বলা হচ্ছে।

চেন্নাইয়ের এম এস স্বামীনাথর রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মতে এই পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হার বজায় রেখেও জলসম্পদ দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। সেই সঙ্গে পরিবেশও জৈব বৈচিত্র্য ধরে রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া ভারতে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং এবং কম জলের ফসলের ভ্যারাইটির চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ভারতে বেহিসেবিভাবে জল

তুলছে শহর মফস্বল, গ্রামের মানুষ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে বেসরকারি জল সরবরাহকারী সংস্থা। ১৯৯৪ সাল থেকে জল নিয়ে বাণিজ্য শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ভারতের মাটি থেকে জল তুলে মুনাফা লুঠছে। রেডিয়াম ওয়াটার লিমিটেড। ২০০০ সাল নাগাদ ছত্তিশগড়ের দূর্গ জেলার বেরাই শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে প্রতিদিন ৩০০ লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করে থাকে। ২০০৪ সালে কোকাকোলা কোম্পানি সারা বিশ্বে ২৮৩ বিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ করেছে। ইন্ডিয়া রিসোর্স সেন্টারের মতে, বারত থেকে যে পরিমাণ জল তুলেছে, সেই জল দিয়ে ওড়িশা কিংবা রাজস্থানের সমগ্র জেলার এক বছরের দলের প্রয়োজন মিটে যেতে পারত।

অন্যদিকে ভারতের ৩১১৯টি ছোব বড় উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি নিগড়ে নিচ্ছে মাটির তলার জল। অথচ মাটির তলার জলের রিচার্জ হচ্ছে না। বৃষ্টির জল ধরে রাখার পদ্ধতিতে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না মানুষ। অথচ হাজার হাজার বছর আগে থেএকই মানুষ বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে আসছে। এর সবচেয়ে প্রাচীন চার হাজার বছরের পুরনো নিদর্শন রয়েছে প্যালেস্টাইন ও গ্রিসে। ভারতে বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ইতিহাসও খুব প্রাচীন । সারা দেশজুড়ে নানা কৌশলে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবহার হয়ে আসছে। যেসব সাবেকি পদ্ধতিগুলির কিছু অকেজো,অবহেলিত হলেও কিছু এখন কার্যকরী। সেকল ব্যবস্থা রি মডেলিং করে প্রয়োদ করার সময় এসে গেছে। রাজস্থানের জোহাদ, খদিন মহারাষ্ট্রে ভাণ্ডারা হিমাচলের কুহল মধ্যপ্রদেশের পাট, কর্ণাটকের কেরে তামিলনাড়ুর ইরি ইত্যাদি সবই সেচের জল ধরে রাখার পুরনো ব্যবস্থা। তার জন্য পাহাড়, মালভূমি ও সমতলের জল প্রবাহকে নানা ধরনের বাঁধ দিয়ে জলআটকে রাখা হয়। মেঘালয়ে বাঁশের নলের ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি দুশো বছরের পুরনো। মিজোরাম, নাগাল্যান্ডে বাঁশের নালি দিয়ে চালের জল সংগ্রহে কৌশল তাদের একেবারেই নিজস্ব।

ডোবা, পুকুর, দিঘি, বিল, ঝিল ইত্যাদি ছোট বড় জলাশয়গুলি জল সঞ্চয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সহ যে সব জায়গায় সহজে নলকূপের জল পাওয়া যায় সেখানে পুকুর দিঘি ইত্যাদি জলশায়গুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবহেলায় অকেজো হয়ে থাকে। জলাশয়গুলোর বর্ষার আগে সংস্কার করে নিলে অনেকটা কাজ হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠের সব রমক জলাশয়ের জল সরাসরি ব্যবহার ছাড়াও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী কমবেশি চুঁইয়ে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে যোগ হয়। মাটির তলার জলভাণ্ডারে জল থাকলে ওপরের জলাশয়ের জল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় না। বেল

চিন্তাভাবনা হওয়া উচিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানকে উন্নত করা : মোদী

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানকে উন্নত করা, নতুন ভবিষ্যৎ তৈরি করার চিন্তাভাবনা হওয়া উচিত আমাদের। অভিমত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। মোদীর কথায়, 'আমাদের কাছে ইতিহাস ও বিশ্বাসের মূল আবেগ হল সবকা সাথ-সবকা বিকাশ-সবকা বিশ্বাস ও সকলের প্রচেষ্টা।' শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গুজরাটের সোমনাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সোমনাথ ভ্রমণ কেন্দ্র, সোমনাথ প্রদর্শনী কেন্দ্র, পার্বতী মন্দির ও পুরাতন (জুনা) সোমনাথের পুনর্গঠিত মন্দির প্রান্ত। এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'সোমনাথ মন্দির ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে এই পবিত্র স্থানের সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি, এজন্য আমি সত্যি ভাগ্যবান।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সোমনাথে আগত পুণ্যার্থীরা এখন সোমনাথ মন্দিরের আকর্ষণীয় স্বরূপ দেখতে পারবেন, নতুন পার্বতী মন্দিরও দর্শন করতে পারবেন। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান হবে, স্থানের দেবত্বও বৃদ্ধি পাবে।' মোদী বলেছেন, 'কয়েক শতাব্দী ধরে সোমনাথ মন্দির বেশ কয়েকবার ভাঙা হয়েছে এবং ভাস্কর্যগুলিও ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, বার বার উঠে দাঁড়িয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা যখন ভারত জোড়ো আন্দোলনের কথা বলি, এটি শুধুমাত্র ভৌগোলিক ও আদর্শগত সংযোগের বিষয় নয়। বরং আমাদের ইতিহাসের উত্তরাধিকার নিয়ে নতুন ভারত গড়ার শপথ। রাম মন্দিরকে আমাদের নতুন ভারতের শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।' মোদী বলেছেন, 'আমাদের চিন্তাভাবনা হওয়া উচিত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানকে উন্নত করা, নতুন ভবিষ্যৎ তৈরি করা।'

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'ধর্মীয় পর্যটনকে শক্তিশালী করতে হবে। এর ফলে তরুণদের কর্মসংস্থান হবে। তাঁরা আমাদের অতীত সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। আমাদের অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত, সন্ত্রাস কখনও বিশ্বাসকে চূর্ণ করতে পারে না।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমাদের কাছে ইতিহাস ও বিশ্বাসের মূল আবেগ হল সবকা সাথ-সবকা বিকাশ-সবকা বিশ্বাস ও সকলের প্রচেষ্টা। আমাদের এখানে যে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপনা হয়েছিল, সোমনাথ মন্দির থেকেই তা শুরু হয়েছিল। পশ্চিমে সোমনাথ ও নাগেশ্বর থেকে পূর্বে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত, উত্তরে বাবা কেদারনাথ থেকে দক্ষিণে ভারতের চূড়ান্ত প্রান্তে শ্রী রামেশ্বর পর্যন্ত, এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ সমগ্র ভারতকে সংযুক্ত করার কাজ করে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের পর্যটন দফতর স্বদেশ দর্শন কর্মসূচির অধীনে ১৫টি ভিন্ন থিমের উপর ভিত্তি করে পর্যটক সার্কিট তৈরি করছে। এই সার্কিটগুলি পর্যটন বিকাশ ও অঞ্চল জুড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগে সহায়তা করবে। দেশজুড়ে পর্যটনের উন্নয়নে আমরা বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছি। ভ্রমণ ও পর্যটন প্রতিযোগিতামূলক সূচকে ভারত ৬৫ তম স্থানে ছিল। ২০১৯ পর্যন্ত ৩৪ তম স্থানে উঠে এসেছে।'

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির জন্মদিবসে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা। ছবি ঃ নিজস্ব

রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন রাহুলে

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.) : দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীর ৭৭ তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর সমাধিস্থল বীরভূমিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভার সাংসদ রাহুল গান্ধী। শুক্রবার রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানাতে বীরভূমিতে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী, গোলাম নবী আজাদ, শক্তি সিং সহ আরও অনেক কংগ্রেস নেতা। রাজীব গান্ধীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কংগ্রেস এদিন তাঁর সমাধিস্থল এক কর্মসূচীর আয়োজন করে।

উল্লেখ্য, রাজীব গান্ধীর জন্ম ১৯৪৪-এর ২০ আগস্ট। ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্রপৌত্র রাজীব গান্ধী। তিনি ছিলেন ভারতের নবম প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৮১ থেকে এই পদে ছিলেন তিনি। ১৯৮৪-তে ইন্দিরা গান্ধী আততায়ীদের গুলিতে মারা যাওয়ার পর রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৮৯ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ১৯৯১-তে তামিলনাড়ুতে ভোটের প্রচারের সময় আততায়ীর আত্মঘাতী হামলায় প্রয়াত হয়েছিলেন রাজীব গান্ধী। যুব কংগ্রেস প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। রক্তদান শিবির, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে বিশেষ একটি ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করা। প্রসঙ্গত, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মদিন সদভাবনা দিবস হিসেবে পালন করে কংগ্রেস।

আফগানিস্তানে অশান্তির জের জনপ্রিয়তা কমে গেল জো বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ২০ আগস্ট (হি.স.) : একধাক্কায় অনেকটা কমে গেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা। আফগানিস্তানে অশান্তির জেরে একধাক্কায় ৭ শতাংশ কমে গিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অ্যাপ্রুভাল রেটিং। যদিও নিজের জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। বহু আমেরিকানই এখন মনে করছেন, দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার সব গুণ কমলা হ্যারিসের মধ্যে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পর বাইডেনের জনপ্রিয়তা এই মুহূর্তে সর্বনিম্ন। সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী বাইডেনের অ্যাপ্রুভাল রেটিং নেমে গিয়েছে ৭ রেটিং পয়েন্ট। এই মুহূর্তে প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের মধ্যে মাত্র ৪৬ শতাংশ মানুষ মনে করছেন যে বাইডেন দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য। এতদিন পর্যন্ত প্রায় ৫৩ শতাংশ মানুষ মনে করছিলেন বাইডেন দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য। সেটা একধাক্কায় অনেকটা কমেছে। উলটোদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের অ্যাপ্রুভাল রেটিং বেড়ে হয়েছে ৪৩ শতাংশ। এই ৪৩ শতাংশ মানুষ মনে করেছে আমেরিকাকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে কমলার। যদিও, এখনও ৪৭ শতাংশ আমেরিকাবাসী মনে করছেন দেশ চালানোর কোনও যোগ্যতাই হ্যারিসের নেই। আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থার জন্য অনেকেই আমেরিকাকে দায়ী করছেন। প্রশ্ন উঠছে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিদেশনীতি নিয়েও। প্রায় দু'দশক ধরে আফগানভূমে থাকার পর হঠাৎ মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত, ২০ বছরেও তালিবান সমস্যার স্থায়ী সমাধান না করা, এত দীর্ঘ সময়েও আফগান সেনাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না দেওয়া, এমন নানাবিধ অভিযোগ আমেরিকার বিরুদ্ধে। অনেকে আবার আফগানিস্তানে তালিবানি উত্থানের পিছনে মার্কিন ষড়যন্ত্রের তত্ত্বও তুলে ধরেছেন। সেকারণেই তলানিতে বাইডেনের জনপ্রিয়তা।-

ভারতে সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়েই চলেছে, সক্রিয় রোগী কমে ১.১২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়েই চলেছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ হাজার ৫৭১ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৫৪০ জনের। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৬,৫৫৫ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৫৪ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৬৩,৬০৫ জন, ১৫০ দিন পর ভারতে এতটা কমল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৫২৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৮,৮৬,২৭১। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩৬,৫৭১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮২৯ জন। ভারতে ৫৭.২২-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫৭,২২,৮১,৪৮৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৪,৭১,২৮২ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৪০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৩,৫৮৯ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতাই প্রতিদিন স্বস্তি দিচ্ছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৬,৫৫৫ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১৫,৬১,৬৩৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৫৪ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫৭ কোটি ২২ লক্ষ ৮১ হাজার ৪৮৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

সভ্য সমাজে হিংসার কোনও স্থান নেই : জগদীপ ধনকর

পুণে, ২০ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসার স্মৃতি কোনও মতে ভুলতেই পারছেন না পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। মহারাষ্ট্রের পুণেতে পশ্চিমবঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসার নিন্দা করে জগদীপ ধনকর বলেছেন, সভ্য সমাজে হিংসার কোনও স্থান নেই। হিংসা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের বিরোধী। "আজাদি কা অমৃত মহোৎসব"-এর অধীনে পুণের শ্রী নভলমাল ফিরোদিয়া আইন কলেজে, ডেকান এডুকেশন সোসাইটির উদ্যোগে শুক্রবার আয়োজিত হয়েছে স্বতন্ত্রবীর সাভারকার স্মৃতি অভিনব ভারত ব্যাসপিঠের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

এদিন বক্তব্য রাখার সময় জগদীপ ধনকর বলেছেন, 'এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, দেশের কিছু অংশে হিংসা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। হিংসা থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য তরুণদের কাছে আমি আহ্বান জানাচ্ছি।' ধনকর আরও বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে হিংসা ও ভোট-পরবর্তী হিংসার ট্রমা দেখেছি, আমি আপনাদের বলতে পারি, হিংসা গণতন্ত্রের বিরোধী। সভ্য সমাজে হিংসার কোনও স্থান নেই। আমাদের সংস্কৃতিতেও হিংসার কোনও স্থান নেই।'

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় বৃহস্পতিবারই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। গুরুতর অভিযোগগুলির (খুন, ধর্ষণ ও অস্বাভাবিক মৃত্যু) ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নজরদারিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ। এছাড়াও ভোট-পরবর্তী হিংসার সময়ে ভাঙচুর করা, আগুন লাগানো, মারধর করা, ঘরছাড়া করার মতো অপেক্ষাকৃত কম অশান্তির ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৭৭-তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে সদভাবনা দিবস পালিত করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : দেশে পঞ্চায়েতরাজ স্থাপন সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রচার এবং প্রসারে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমন-কি কম্পিউটার ও মুঠোফোন চালুর ক্ষেত্রেও রাজীব গান্ধী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সাল, এই পাঁচ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে রাজীব গান্ধী দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর ৭৭-তম জন্মদিবস তথা সদভাবনা দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার করিমগঞ্জে দলীয় জেলা সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় কথাগুলো বলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।

এদিন জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আবেগের সঙ্গে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৭৭-তম জন্মদিবস পালন করেন। দলীয় নেতা কর্মীরা এদিন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বর্ণময় জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। বলেন, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজের দেহরক্ষীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পর পর অত্যন্ত কম বয়সে দেশের হাল ধরেছিলেন রাজীব গান্ধী। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত রাজীব গান্ধীর পাঁচ বছরের আমলকে স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় বলে উল্লেখ করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়। দেশে নতুন শিক্ষা নীতি প্রণয়নেও প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অবদান অনস্বীকার্য। দেশের বর্তমান এই কঠিন সময়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলতে দলীয় সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের কাছে আবেদন জানান জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।

আলোচনা সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, সহ-সভাপতি উত্তম মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাগ। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সংঘমিত্রা দাস, মুখপাত্র শুভংকর দাস, শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, প্রদীপ কুরি, ফয়জুর রহমান, সন্দীপ নন্দি, কমরুল ইসলাম, ভিকি কুরি, গৌরাঙ্গ দে, অসিত নাগ প্রমুখ।

প্রয়াত ছাত্র নেতা কাজল বর্মণের শহিদদান দিবস পালন করল এসএফআই। ছবি ঃ নিজস্ব

হিমন্তবিশ্ব নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের একশো দিন পূর্তি উপলক্ষ্যে 'অনিরুদ্ধ যাত্রা', গুয়াহাটিতে তিনটি পদসেতু উদ্বোধন, শিলন্যাস কয়েকটি প্রকল্পের

গুয়াহাটি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : আজ ২০ আগস্ট, শুক্রবার, হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসমে বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় ইনিংসের একশো দিন পূর্ণ হল। আর একশো দিনের কার্যকাল সম্পন্ন হওয়ায় গোটা রাজ্য জুড়ে নানান কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। অবশ্যই সরকারিভাবে। প্রতিটি জেলায় পালিত হয়েছে ১০০ দিন পূর্ণ হওয়ায় কর্মসূচি 'অনিরুদ্ধ যাত্রা'। কেন্দ্রীয়ভাবে গুয়াহাটিতে 'অনিরুদ্ধ যাত্রা'-র মূল অনুষ্ঠান হয়েছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক এবং বিশিষ্টজনেরা।

সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যের সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীনে গুয়াহাটি উপকণ্ঠের সোনাপুর সরকারি বৃদ্ধাশ্রমের নবনির্মিত আবাসের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে এতে বসবাসকারী আবাসিকদের জন্য গৃহটি উৎসর্গিত করেন। অসম সরকারের রাজ্য তহবিল (এসওডিপি)-এর অধীনে মোট ৩.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই নতুন ভবনে বৃদ্ধাশ্রমের প্রবীণ আবাসিকরা উপকৃত হবেন। অন্যদিকে, অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র রাজ্যে নির্মিত ১,০০০টি আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেছেন আজ। মহতী এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা অসমের প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ১৪৫৬৭ নম্বরের একটি জাতীয় হেল্পলাইন চালু করেন।

এছাড়া গুয়াহাটিতে গুয়াহাটি উন্নয়নমন্ত্রী অশোক সিংঘলদের সঙ্গে নিয়ে আজ তিনটি নবনির্মিত পদসেতু উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এগুলো ১,০৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮ মিটার দৈর্ঘ্যের আদাবাড়ি-এটি রোড, ৯৭০.৬০ লক্ষ টাকায় নির্মিত ২৮ মিটির দৈর্ঘ্যের বড়িপাড়া-এটি রোড এবং ৭৯৮.০৪ লক্ষ টাকায় নির্মিত ১৯.৭০ মিটার দৈর্ঘ্যের শুক্রেশ্বর পদসেতু।

সোনাপুর সরকারি বৃদ্ধাশ্রমের নবনির্মিত আবাসের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, রাজ্য সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষ্যে এই নবনির্মিত ভবনটি উদ্বোধন করতে পেরে তিনি অতিশয় আনন্দিত। বলেন, এর মাধ্যমে আবাসিক মায়েদের বহুদিনের এক অভাব পূরণ হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, মায়েদের সেবার জন্য এই বৃদ্ধাশ্রম গৃহটি উৎসর্গিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী অজন্তা নেওগকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিভাগীয় মন্ত্রীর গৃহীত পদক্ষেপের ফলে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই গৃহটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রবীণ নাগরিকদের সব ধরনের কল্যাণের জন্য অসমে বিজেপি সরকার দায়বদ্ধ। সম্ভবপর সবদিক থেকে জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের সহায়তা করতে রাজ্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন।

পাশাপাশি তিনি বলেন, রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের তাঁদের বাবা-মার সঙ্গে সময় অতিবাহিত করার জন্য ৭ দিনের ছুটি মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, রাজ্য সরকার ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৫ বিঘা জমিতে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সন্নিবিষ্ট করে কামরূপ গ্রামীণ জেলার বকোয় বৃদ্ধদের আবাস ও শিশু-আশ্রয় গৃহের জন্য সংহত আবাসন নির্মাণ করবে। এই প্রকল্পটি দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। ভাষণ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে আদর্শ বৃদ্ধনিবাস নির্মাণ করা হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে তাঁর সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিদ্যমান ৬,০০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে এক আদর্শ স্থান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে যাতে শিশুদের বিকাশ সাধনে আক্ষরিক অর্থে প্রেরণা যোগাতে সক্ষম হয়। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, শিশুর শারীরিক ও মানসিক উত্তরণ সাধনের জন্য রাজ্য সরকার পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের জন্য সম্ভবপর সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজন সুবিধাভোগীর মধ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আবাসিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য রাজ্য সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশ্বাস দেন।

আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রাজ্যের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী অজন্তা নেওগ রাজ্যের সব শ্রেণির জনসাধারণের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর দফতর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে সকল বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সেগুলোর ওপর আলোকপাত করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে গুয়াহাটির সাংসদ কুইন ওঝা, দিশপুরের বিজেপি বিধায়ক অতুল বরা, পূর্ব গুয়াহাটির বিজেপি বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, অসম রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন (এসিপিসিআর)-এর চেয়ারম্যান ড় সুনীতি চাংকাকতি, সমাজ কল্যাণ বিভাগের সচিব মুকেশ সাহু, সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধিকর্তা বিভাস মোদী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এনআরসি এবং সিএএ নিয়ে শুভেন্দুর সওয়ালে সায় তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি. স.) : এনআরসি এবং সিএএ-র পক্ষে শুভেন্দু অধিকারীর সওয়ালকে সমর্থন করলেন তথাগত রায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বনগাঁয় বিজেপি-র সভায় তিনি বলেন, "এটা দলের কথা নয়, আমার ব্যক্তিগত কথা, এনআরসি (জাতীয় নাগরিকপঞ্জি) -টা দরকার। যোগী আদিত্যনাথজী আর হেমন্ত বিশ্বশর্মা যা যা করছেন, বাংলাতে সেটা দরকার। নইলে এই বাংলাটা বাংলাদেশ-টু (দ্বিতীয় বাংলাদেশ) হবে।" পাশাপাশি, 'ওইদিক' (বাংলাদেশ) থেকে সব ছেড়ে চলা আসা এবং ধর্মান্তকরণের প্রসঙ্গও এসেছে তাঁর বক্তৃতায়। এর প্রেক্ষিতে শুভেন্দুবাবুর ওই বক্তব্য শুক্রবার টুইটে লেখেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। প্রসঙ্গত, ২০২০ একেবারে শেষে তথাগত রায় বলেছিলেন, "নাগরিকত্ব আইন পুরোপুরি কেন্দ্রীয় বিষয়। এবিষয়ে রাজ্যের কোনও অধিকার নেই। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে যদি কোনও আপত্তি আসে, সেটা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নয়। বিজেপি যখন আইন প্রণয়ণ করেছে, তার অর্থ এই কাজ ১০০ শতাংশ সফল করার ইচ্ছে বিজেপির রয়েছে।" কিন্তু তারপর দীর্ঘ ৮ মাসে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছে মমতার সরকার। সম্প্রতি বাদল অধিবেশন চলাকালীন স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই সংসদে জানিয়েছেন, দেশজুড়ে এনআরসি কার্যকর করার কোনও পরিকল্পনাই এখন কেন্দ্রীয় সরকারের নেই।" কিন্তু ফের দলের একাংশেই এ ব্যাপারে দাবি উঠতে শুরু করেছে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

শসা ওজন কমাতে পারে

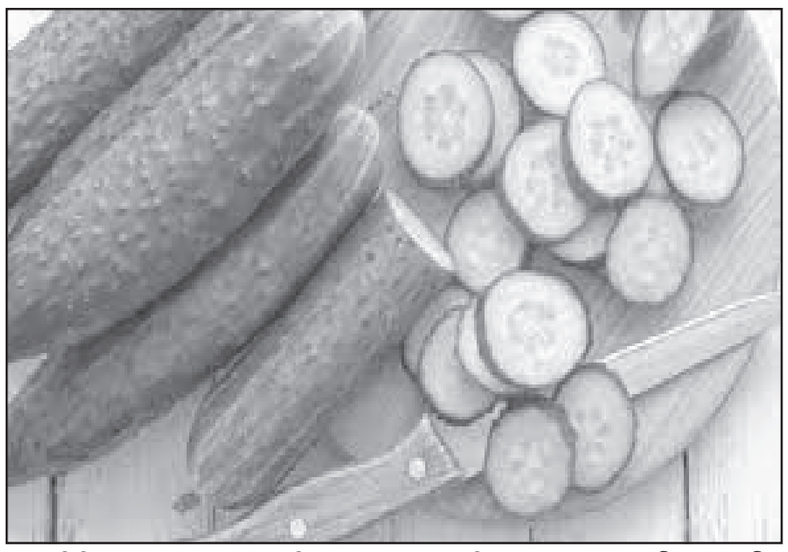

তবে অতিরিক্ত শসা খাওয়া আবার পেটের জন্য খারাপ গরমের সময় কচকচ করে শসা খেতে বেশ লাগে। অনেকেই এই সবজি ওজন কমানোর মোক্ষম পন্থা হিসেবে বেছে নেন।

তবে খেয়াল রাখতে হবে পরিমাণের দিকে। কারণ বেশি শসা খেলে পেটে গ্যাসের সমস্যা হয়। তবে অন্যান্য উপকারও আছে।

শসার পুষ্টিগুন সম্পর্কে জানানো হলো 'ইটদিস' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

ডায়াবেটিস থেকে বাঁচায়: হার্ভার্ড হেল বলছে, "ডায়াবেটিস থেকে বাঁচতে হলে খাদ্যাভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত 'কার্বোহাইড্রেইট' এড়িয়ে চলতে হবে, চিনি মেশানো পানীয় বাদ দিতে হবে, মাংস খাওয়া কমাতে হবে।"

এগুলো বাদ দেওয়া বা কমানো পাশাপাশি কিছু খাবার যোগ করতে হবে কিংবা খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে যে খাবারগুলো 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মান কম।

যেসব খাবারে 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মাত্রা যত বেশি, সেই খাবার খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা ততই দ্রুত বাড়বে।

শসার 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মান কম, মাত্র ১৫। এমন খাবার খেলে 'ইন্সুলিন রেজিস্ট্যান্স' কমে, যা পক্ষান্তরে টাইপ টু ডায়াবেটিস'য়ের ঝুঁকি কমায়।

আর্দতা বাড়ায়: প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করার কোনো বিকল্প নেই। তবে শরীরের আর্দতা বজায় রাখতে শসাও অত্যন্ত উপকারী। শসার টুকরাকে স্ন্যাকস হিসেবে খেতে পারলে শরীরের আর্দতা বজায় থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের সনদপ্রাপ্ত পুষ্টিবিদ ক্রিস্টিন গিলেপসি বলেন, "শসার ৯৫ শতাংশই পানি। ফলে খেতে কচকচে হলেও আসলে যেন পানিই চিবিয়ে খাচ্ছেন। এতে দৈনিক তরলের চাহিদার কিছু অংশ যেমন পূরণ হবে তেমনি তা শরীরের দৈনন্দিন কার্যাবলি সহজাতভাবে সক্রিয়া রাখতেও সাহায্য করবে।"

কমবে ওজন: ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার উপায় আছে অনেকগুলো। এদের মধ্যে একটি হলো শসা। অনেকভাবে খাওয়া যায় এই সবজি, সরাসরি খেতেও তা বেশ সুস্বাদু।

এক কাপ শসায় ক্যালরি মাত্র ১৬। অর্থাৎ এর 'এনার্জি ডেনসিটি' কম। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'এনার্জি ডেনসিটি' কম এমন খাবার খাওয়ার সঙ্গে ওজন কমার গভীর সম্পর্ক আছে। আর শসায় পানির মাত্রা বেশি হওয়া তা খাওয়া পেট ভরা অনুভূতি থাকে, ফলে খাওয়া কম হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে: পানির পাশাপাশি শসায় ভোজ্য আঁশও থাকে প্রচুর পরিমাণে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতেও শসা উপকারী।

ভারতের জাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুযায়ী, "শসার বীজ মূলত কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় করে। এই বীজের আছে শীতল অনুভূতি।"

পেনিসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি'র অন্তর্ভুক্ত কলেজ অফ মেডিসিন মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছেন বিভিন্ন খাবারে শসা যোগ করতে। এতে স্বাদে ভিন্নতা আসবে, কোষ্ঠকাঠিন্যও দূরে থাকবে।

পেট ফোলাভাব কমায়: শরীরে পানির মাত্রা যেমন বাড়াবে তেমনি বাড়তি পানি শরীর থেকে বের করে দিতেও কার্যকর এই শসা। ফলে পেট ফোলাভাব নিয়ে কষ্ট পাবেন না

কানাডার পুষ্টিবিদ লিজা রিচার্ডস বলেন, "শরীরে পানি আটকে থাকার সমস্যা মেটাতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলে শসায় উপস্থিত। পেটের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতেও শসা উপকারী। আর এতে থাকা ভোজ্য আঁশ অন্ত্র ভালো রাখে, মল অপসারণ সহজ করে।"

অন্য সমস্যা তবে শসা পেটে গ্যাস বাড়াতে পারে।

'ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, ডেভিস'য়ের মতে, "শসার একটি উপাদান হল 'কিউকারবিটাসিন'। কুমড়া, তরমুজ ইত্যাদিতেও এই উপাদানটি পাওয়া যায়। আর এর কারণেই কিছু শসা তেতো হয় এবং এর কারণেই শসা খাওয়ার কারণে পেটে গ্যাস হতে পারে।

একবারে অনেকগুলো শসা খেলে এমনটা হয়।

ফুল বা ফল ঝরে গেলে করণীয়

. বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ ফসলে সারের অভাবে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। যেসব সার ফসলের জন্য কম লাগে কিন্তু নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার না করলে ফসলের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয় সেসব সারের মধ্যে বোরন অন্যতম।

বোরনের অভাব গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ফুল সংখ্যায় কম আসে এবং ফুল ঝরা বৃদ্ধি পায়। ফল আকারে ছোট হয় ও ফোটে যায়। ফল এবড়ো থেবড়ো বা বিকৃত হয়, আভ্যন্তরীণ দানা পুষ্ট হয় না, অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে যায়।

বোরন সারের কাজ ঃ গাছের কোষের দেওয়াল শক্ত করে, শিকড় ও ডগার বৃদ্ধি হয়, ফলে ফেটে যাওয়া রোধ করে, নিষক্তিকরণ ও সীম জাতীয় দানাদার ফলের দানার গঠনে সাহায্য করে, ফলন বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগ মাত্রা বা পরিমাণ ঃ ফল গাছে ফুল আসার আগে প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে, ছোট টবে আধা চা চামচ বড় টবে এক চা চামচ আর হাফড্রামে এক টেবিল চামচ। টবের উপরের মাটি এক/দেড় ইঞ্চি তুলে টবের ভেতরের মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে পরে ওই তোলা মাটি গুঁড়া করে সুন্দর করে ঢেকে দিতে হবে। ফল বৃদ্ধির সময় জিংক প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম, বোরন (বোরাক্স/বরিক অ্যাসিড) প্রতি লিটারে ২ গ্রাম একত্রে লিটার জলে মিশিয়ে ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার স্প্রে করলে ফল ঝরে পড়া ও ফাটা উভয় সমস্যা কমে যায়। যেসব গাছে বায়োমাস ফল থাকে ২ মাস পর পর, একবার ফল দেয় ওই গাছে বছরে একবার, দুইবার ফল দেয় ফুল আসার এক মাস আগে একবার বোরন প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে। বোরনের অভাব পূরণে যদি সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ফসলের ভালো ফলন পাওয়া যায়। বোরন পরিমাণে যেমন খুব বেশি লাগে না, তেমনি বেশি প্রয়োগ করলেও উল্টো ফল দেয় অর্থাৎ বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ফলন কমে যায়। তাই সঠিক মাত্রায় ও সঠিক সময়ে বোরন প্রয়োগ করা জরুরি নয়তো অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে ফলন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

নজরকাড়া ফুল সহস্রবেলি

হাজার বেলি বহুবর্ষজীবী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝোপালো ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। হাজার বেলি, সহস্র বেলি নামে পরিচিত। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে এটি সাধারণত চাইনিজ বোয়ার নামে পরিচিত। আমাদের দেশে বিশেষত রাস্তার ধার, পরিত্যক্ত জায়গা, জলার ধার ও বনের ধারে এ গাছ অনায়াসে জন্মে। তবে এসব স্থানে ইদানিং এর দেখা কম মিলে। তাছাড়া ফুলপ্রেমির বাগানে চোখে পড়তে পারে। গাছ দ্রুতবর্ধনশীল ও বেশ কষ্টসহিষ্ণু। এর গাছ উচ্চতায় গড়ে ৪ থেকে ছয় ৬ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতা আকারে বড় ও ডিম্বাকৃতির। বোঁটা বেশ লম্বা, রং গাঢ় সবুজ, শিরা-উপশিরা স্পষ্ট, কিনারা হালকা খাঁজ কাটা, রসালো ও নরম মানের হয়। বংশ বিস্তার ঘটে লতার মাধ্যমে। গাছের শাখার অগ্র মাথায় ফুল ফোটে। ফুল ফোটার মরশুম গ্রীষ্মকাল। গন্ধ ও গঠনে বেলি ফুলের সঙ্গে মিল থাকায় আমাদের দেশে এটি হাজার বেলি নামে পরিচিত পেয়েছে। এ ফুলের একটি থোকায় সাধারণত ৫০ থেকে ৬০টি পর্যন্ত ফুল ফোটে। ফুল দেখতে প্রায় বেলি ফুলের মতো হলেও হাজার বেলি ফুলের গঠন অনেক বেশি সুগঠিত, দৃষ্টিনন্দন ও নজরকাড়া। এর প্রতিটি ফুলে তিন থেকে পাঁচ স্তর পাপড়ি থাকে। প্রতিটি ফুল সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় তিনদিন থাকে। ফুলের রং সাদা থেকে হালকা গোলাপী আভাযুক্ত। থোকায় ফুলগুলো পর্যায়ক্রমে ফোটে। তাই একটি থোকায় প্রায় মাসখানেক ধরে ফুল ও ফুলের সৌরভ বিদ্যমান থাকে। ফুলে রয়েছে মিষ্টি সুঘ্রাণ। তাছাড়া সকাল ও সন্ধ্যায় ফুলে ঘ্রাণের তীব্রতা বহুগুণ বেড়ে যায়। রং আর ঘ্রাণের আকর্ষণে ফুলকে ঘিরে হরেক রকম পতঙ্গের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। হালকা ছায়া থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশ, উঁচু থেকে মাঝারি উঁচু ভূমি ও প্রায় সব ধরনের মাটিতে হাজার বেলি জন্মে।

যে মতবিরোধে বিচ্ছেদের সম্ভাবনাই বেশি

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক যতই নিবিড় হোক, মতবিরোধ হবেই। বেশিরভাগ সমস্যাই দিনশেষে ভালোবাসার কাছে হার মানে। তবে কিছু মতবিরোধ থাকে যায় শিকড়ের অনেক গভীরে। ফলে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা সেখানে ক্রমেই প্রবল হতে থাকে।

'ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া-স্যান ডিয়োগো' সম্প্রতি এই বিষয়ে জরিপ চালায়।

'দ্য ইকোনমিক জার্নাল'য়ে প্রকাশিত এই জরিপে মোট ৫, ৩শ' জন জার্মান দম্পতির ২০০৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দাম্পত্য জীবনের তথ্য বিশ্লেষণ করে।

প্রতি বছরই এই দম্পতিদের বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়, যার সারমর্ম হল কর্মজীবন, খেলাধুলা, আর্থিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তারা কতটুকু ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক।

পরবর্তী সময়ে জরিপে বিবেচনায় আনা হয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সাংস্কৃতিক অবস্থান, ধর্ম ইত্যাদির ভিন্নতা।

দেখা যায়, স্বামী আর স্ত্রী দুজন কোনো বিষয়ে ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক আর কোনো বিষয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ- এই বিষয়ে যে মতবিরোধ থাকে সেটাই তাদের সম্পর্ক টিকবে কী টিকবে না, সেটা বড় নির্ধারক। আর এর মধ্যে আর্থিক বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছায় ভেদাভেদ থাকাটাই সম্পর্কের জন্য সবচাইতে ভয়ঙ্কর। কারণ এই মতোবিরোধের পরিণামে বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা অন্য সব কারণের তুলনায় দ্বিগুন।

'ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া-স্যান ডিয়োগো'র 'র‍্যান্ডি স্কুল'য়ের 'ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটেজি'র সহযোগী অধ্যাপক ড় মার্থা সিরা-গারসিয়া, এই জরিপের নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, "সংসারে অর্থ নিয়ে কলহ বাঁধলে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদে গড়ায়। এর পেছনে প্রধান কারণ হল একজন সাবধানে খরচ করতে চায়, আরেকজন চায় তার উল্টোটা।" বেস্টলাইফ ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা থেকে আসে বিনিয়োগের চিন্তা। যেমন পরিবারের জন্য বাড়ি কেনা হবে কি হবে না। এই ব্যাপারে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মতের মিল না হলে তা স্বভাবতই ধ্বংসাত্মক।"

তিনি আরও বলেন, "আর্থিক বিষয়ে মতবিরোধের কারণে অনেকসময় একটি পরিবার কোনো বিনিয়োগেই যেতে পারে না। আর সেটাও একসময় সম্পর্কে টানাপোড়ন সৃষ্টি করে। এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত যদি ভবিষ্যতে নিরাপত্তা বয়ে আনার মতো হয় তবে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই উচিত হবে তার জন্য অর্থ জোগাড় করার সম্মিলিত চেষ্টা করা। দুজনার চেষ্টায় ভালো একটা বিনিয়োগ সম্পর্কের ভিত্তিকেও জোরদার করে।"

"মনে রাখতে হবে, সংসারের সকল জিনিস তার সদস্যদের সবাই ব্যবহার করেন। তাই সেগুলো কেনা, রক্ষণাবেক্ষণের খরচে সদস্যদেরও অংশগ্রহণ থাকা উচিত। আবার সংসারে দুটো আয়ের উৎস থাকলে সেগুলো সমান নিরাপদ হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। ফলে যার আয়ের উৎসে নিরাপত্তা কম, তার ঝুঁকি নিয়ে ভয়টাও থাকবে বেশি।" বলেন এই অধ্যাপক।

এভাবেই ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে দুজনার মানসিকতায় পরিবর্তন আসে। এক্ষেত্রে একে অপরকে নিরাপত্তা দেওয়া সদিচ্ছা থাকাটাই সমস্যার সমাধান।

সময়ের সঙ্গে ঝুঁকি নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলায়। জরিপে দেখা যায়, দাম্পত্য সম্পর্কে থাকা দুটো মানুষ ক্রমেই একে অপরের মতো হতে থাকে। দুজনার দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের পরিক্রমায় একসময় ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা মিলে যেতেও দেখা যায়। একে অপরের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে যে দম্পতি মতবিরোধ থেকে মতের মিল ঘটাতে পারেন তাদের সম্পর্কের বন্ধনটা হয় অত্যন্ত মজবুত।

বর্ষায় অনেকেরই মাথার ত্বক তৈলাক্ত হওয়া, চুল পড়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়

আর তৈলাক্ততার কারণে মাথায় ময়লা জমে বেশি। ফলে বার বার চুল ধুয়েও উপকার হয় না।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় অ্যারোমাথেরাপিস্ট ডা. ব্লসম কোচার বলেন, "প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈলাক্ত মাথার সমস্যা সমাধান করা যায়।"

তার মতে নিয়মিত এসব পন্থা অবলম্বন করলে মাথার তৈলাক্তভাব অনেকটাই কমে আসবে। পাশাপাশি চুল হবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

নারিকেলের দুধ চুল সুস্থ রাখার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর উপায়। তাজা নারিকেলের দুধের সঙ্গে লেবুর রস ও চার থেকে পাঁচ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার এসেনশল তেল মিশিয়ে মাথার ব্যবহার করে, চার পাঁচ ঘন্টা পরে ধুয়ে নিতে হবে।

তৈলাক্ত মাথার ত্বকের চুলে কন্ডিশনার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই এমন একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। শুষ্ক চুলের মতো তৈলাক্ত চুলেও কন্ডিশনার ব্যবহারের প্রয়োজন। এই ধরনের চুলে মাস্ক ব্যবহার না করে হালকা কন্ডিশনার ব্যবহার করা উচিত।

তৈলাক্ত মাথার ত্বকের খুশকি দূর করতে সারা রাত দুই চামচ মেথি ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন মেথি বেটে সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে মাথার ত্বকে ব্যবহার করে আধা ঘন্টা পরে ধুয়ে ফেলতে হবে। চুল পরিষ্কার করতে রিঠা বা শিকাকাইয়ের পানি অথবা ভেষজ শ্যাম্পু ব্যবহার করা ভালো।

এক টেবিল-চামচ পানির সঙ্গে ১০ ফোঁটা পাচৌলি এসেনশল তেল মিশিয়ে নিন। আঙ্গুলের সাহায্যে মাথার ত্বকে এই মিশ্রণ মেখে সাধারণভাবে শ্যাম্পু করে ফেলতে হবে। মাথায় তেল চিটচিটেভাব ছাড়া চকচকে ভাব আনতে শ্যাম্পু করার পরে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার ব্যবহার করা যেতে পারে। এক মগ পানিতে এক চা-চামচ অ্যাপল সাইডার মিশিয়ে তা দিয়ে চুল ধুয়ে নিলে চুলে চকচকে ভাব আসবে।যখন তখন চুলে হাত বোলানো বা চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো বন্ধ করতে হবে। এতে মাথার ত্বকের সিবাম নিঃসরণ বাড়ে এবং তেল চিটচিটেভাব সৃষ্টি হয়। তবে চুলের জট ছাড়াতে ও প্রাকৃতিক বাতাস চলাচলের জন্য সাধারণভাবে আঁচড়ানো বা চুলে হাত বোলানো যাবে।

কম সময়ে কম খরচে কম্পোস্ট সার

অল্প খরচে কম সময়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করে চাষিরা তাদের চাষের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। একইসঙ্গে অতিরিক্ত কম্পোস্ট সার বিক্রি করে তারা আর্থিকভাবে লাভবানও হতে পারেন। কম্পোস্ট সার বাড়ির ও খামারের আবর্জনা, লতাপাতা, ঘাস, পুকুরের কচুরিপানা, সবজির খোসা, মাছের কাঁটা, আঁশ, গোবর, গোমূত্র, খড় প্রভৃতি পচিয়ে তৈরি করা হয়। এছাড়াও কম্পোস্ট সার তৈরি করতে আগাছা, গৃহস্থলি ও খামারের আবর্জনা, গরুর গোয়াল ঘরের আবর্জনা, ঘাস, লতাপাতা, কাঠের গুঁড়ো, গোবর জল ও মাটি বা চাষির বাড়িতে থাকা পুরনো কম্পোস্ট সার মিশিয়ে দিতে পারলে আরও ভাল হয়। কম্পোস্ট সার তৈরিতে একটি চৌবাচ্চা প্রয়োজন। চৌবাচ্চাটি ১০ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চওড়া এবং ৩ ফুট উঁচু হতে হবে। চৌবাচ্চাটি উঁচু জায়গায় রাখতে হবে। চৌবাচ্চার তলদেশ যদি পাকা না হয়, তাহলে গোবর ও কাদাজল দিয়ে ভাল করে লেপে দিতে হবে। চৌবাচ্চার উপরে একটি ছাউনি রাখতে হবে। কম্পোস্ট সার তৈরির আবর্জনা লাগবে ১৫০০ কেজি। গোরব প্রয়োজন ১০০ কেজি, শুকনো গুঁড়ো মাটি বা শুকনো কম্পোস্ট ১৫০০ কেজি এবং জল লাগবে ১৩০০ কেজি। প্রথমে আবর্জনা একটি ৬ ইঞ্চির স্তর চৌবাচ্চার মধ্যে তৈরি করে গোবরজল এমনভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে জল চুঁইয়ে বাইরে না যায়, এই স্তরের উপর ১ ইঞ্চি পরিমাণ শুকনো গুঁড়ো মাটি বা শুকনো কম্পোস্ট ১৫০০ কেজি এবং জল লাগবে ১৩০০ কেজি। প্রথমে আবর্জনা একটি ৬ ইঞ্চির স্তর চৌবাচ্চার মধ্যে তৈরি করে গোবরজল এমনভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে জল চুঁইয়ে বাইরে না যায়, এই স্তরের উপর ১ ইঞ্চি পরিমাণ শুকনো গুঁড়ো মাটি বা কম্পোস্ট বিছিয়ে দিতে হবে।

ওজন কমাতে বেশি কার্যকর ওটমিল

ওটমিল বা ওটসে রয়েছে নানান উপকারিতা। তবে তা খেতে হবে সঠিক উপায়ে ও পরিমাণে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে নিয়মিত ওটস খাওয়া উপকারী।

হেল লাইন ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কানাডা'র পুষ্টিবিদ কেইটি ডেভিডসন বলেন, "ওজন কমানোর লক্ষ্য যাই হোক না কেনো, ওটমিল খাওয়ার সামান্য পরিবর্তন দেহের ওজন বাড়াতে বা কমাতে ভূমিকা রাখে।"

সঠিক ওটস বাছাই করা

ওজন কমাতে চাইলে সঠিক ওটস বাছাই করা উচিত।

ডেভিডসনের মতে, গোল বা স্টিল কাট ওটস বাছাই করা যেতে পারে। ওটস যত কম প্রক্রিয়াজাত করা হবে তাতে আঁশের পরিমাণ তত বেশি ও শর্করার পরিমাণ তত কম থাকে। যা ওজন কমাতে সহায়ক।

পরিমাপের দিকে খেয়াল রাখা

সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেট ভরে ওটস খেতে ইচ্ছা হতেই পারে। তবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে ওটস খাওয়ার আদর্শ মাপ অর্থাৎ শুকনা অবস্থায় আধা কাপের সমান পরিমাপের কথা মাথায় রাখতে হবে।

ডেভিডসন বলেন, "আধা কাপ ওটসে ১৫০ ক্যালরি (রান্না করা হচ্ছে এমন পানীয় যেমন-দুধের ক্যালরি বাদে), পাঁচ গ্রাম প্রোটিন এবং চার গ্রাম আঁশ থাকে।"

শর্করার দিকে খেয়াল রাখা

অনেকে মুখের স্বাদের জন্য নানা রকমের 'ফ্লেইভার' যোগ করা ওটস খেয়ে থাকেন। এই ধরনের ওটসে বাড়তি প্রোটিন ও চিনি যোগ করা থাকে। তাই, কেনার আগে তা দেখে নেওয়া ভালো।

অন্যথায় এই চিনি রক্তের শর্করার ওপর প্রভাব ফেলে এবং দেহে শক্তি কমানোর পাশাপাশি ওজন বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারে বলে জানান, ডেভিডসন।

স্বাদ বাড়াতে উপকারী উপাদান যোগ করা ওটসের স্বাদ বাড়াতে বাড়তি 'ফ্লেইভার'য়ের প্রয়োজন হলে এতে দারুচিনির গুঁড়া বা সামান্য ভ্যানিলার এসেন্স যোগ করা যেতে পারে। এছাড়াও, পুষ্টিমূল্য বাড়াতে নানা রকম ফল যেমন- কলা, আম ও বেরি এবং পছন্দের বাদাম বা এক চামচ প্রোটিন পাউডারও যোগ করা যেতে পারে বলে পরামর্শ দেন ডেভিডসন।

বিভিন্ন ইস্যুতে আগরতলায় বাঙালি ছাত্র সমাজের ধর্না। ছবি ঃ নিজস্ব

মহিলাদের সুরক্ষিত রাখতে আফগানিস্তানে পাঠানো হোক ওয়াইসিকে: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : তালিবান নিয়ে এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকে পাল্টা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শোভা কারান্দলাজে। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে আফগান মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ওয়াইসিকে আফগানিস্তানে পাঠানোর আবেদন করেন।

এক জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় গতকালই আফগানিস্তান নিয়ে কেন্দ্রের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এআইএমআইএম প্রধান তথা হায়দরাবাদের সাসংদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। আর এর প্রেক্ষিতে এবার ওয়াইসিকে পালটা তোপ দেগে আফগান মহিলাদের সুরক্ষার জন্য তাকে আফগানিস্তানে পাঠানোর আবেদন জানিয়েছেন শোভা কারান্দলাজে। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ''এটা ভালো হয় যদি আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকে আফগানিস্তানে পাঠানো উচিত, তাহলে সেখানকার মহিলারা সুরক্ষিত হবেন।''

উল্লেখ্য, এর আগে গতকাল জনসভায় ওয়াইসি বলেছিলেন, ''রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে ৯ জনের মধ্যে একজন পাঁচ বছরের ছোট শিশু কন্যার মৃত্যু হয়। এই দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা এবং অপরাধ হয়।

কিন্তু কেন্দ্র নাকি আফগানিস্তানের মহিলাদের নিয়ে চিন্তিত। এখানেও কি একই ঘটনা ঘটছে না?'' এর আগে বিতর্ক সৃষ্টি করে ওয়াইসি দাবি করেছিলেন, তালিবানদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে ভারতের দরজা খোলা রাখা প্রয়োজন। কাবুল পতনের পরদিনই ওয়াইসি বলেন, ''২০১৩ সালেই আমি বলেছিলাম তালিবানের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিকস্তরে আলোচনার দরজা খোলা রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সেই সময় আমাকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল।'' ওয়াইসির প্রশ্ন ছিল, আফগানিস্তানে আমরা ৩ বিলিয়ন বিনিয়োগ করেছি। কিন্তু ভারত এখন কী করবে? -হিন্দুস্থান সমাচার /কাকলি

করিমগঞ্জের জবাইনপুরে ভারত-বাংলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নদীতে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম, সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কুশিয়ারায় তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। যার ফলে চরম হুমকির মুখে পড়েছে নদীবাঁধ। আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন চরগোলা এলাকার জবাইনপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের বেড়া এবং নদীবাঁধ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। যে কোনও সময় কাঁটাতারের বেড়া এবং নদীবাঁধ কুশিয়ারায় তলিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছে। যার ফলে সীমান্তবর্তী জবাইনপুর এবং বসন্তপুর গ্রামের সাধারণ জনগণ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তলিয়ে গেলে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে নদীর এপারে এসে যে কোনও ধরনের দুষ্কর্ম সংগঠিত করে নিরাপদে ফিরে যেতে পারবে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর চোখে ফাঁকি দিয়ে সাম্প্রতিককালে করিমগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত দুষ্কৃতীমূলক কার্য ঘটে চলছে, এতে জবাইনপুর ও বসন্তপুর গ্রামের জনমনে ব্যাপক ভীতি সঞ্চারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর আগে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে জবাইনপুর, নাথুপুর, বসন্তপুরের জনগণ জানমালের নিরাপত্তার খাতিরে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। বিশেষ করে গরু চুরির কথা তো বলা বহুল্য। সে সময় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাতে সর্বস্ব হারিয়েছেন তাঁরা। শেষমেশ সীমান্তে কুশিয়ারার তীরে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর ফলে বর্তমানে এ সব গ্রামের মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছেন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জবাইনপুর গ্রামে পিএইচই সংলগ্ন নদীবাঁধের প্রায় একশো মিটার অংশ কাঁটাতারের বেড়া সহ কুশিয়ারা নদীতে তলিয়ে যাওয়ার প্রহর গুণছে। উপড়ে পড়েছে কাঁটাতারের বেড়ার পিলারগুলো। ভেঙে পড়েছে কাঁটাতারের বেড়ার নীচে কংক্রিটের স্লেভ। বিপজ্জনকভাবে ফাটল ধরেছে বহু স্থানে। নদীর দিকে হেলে পড়েছে নদীবাঁধ। এই নদী বাঁধটিই জবাইনপুর, নাথুপুর, বসন্তপুর এলাকার জনগণের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। নদীবাঁধটি কুশিয়ারায় তলিয়ে গেলে এই সকল গ্রামের জনগণ একপ্রকার গৃহবন্দি হয়ে পড়বেন। রাজ্য সরকার নদীবাঁধ সংস্কারে আশু পদক্ষেপ না নিলে সীমান্তবর্তী এই সকল গ্রামের জনগণের জন্য যে চরম দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত ৭৫৮ জন

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি. স.): প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। ফের সামান্য বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত ৭৫৮ জন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫৮ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৪১,৭৪৭। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৩৪৬। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,১৩,৭৬৬। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৭,২৬২। ফলে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬৫,৮৬,৪৫৪।সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৯,৬৩৫ জন।

রাজীব গান্ধীকে জন্মদিনে শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি . স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন।

শুক্রবার টুইটে নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, ''আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাই।'' প্রসঙ্গত রাজীব গান্ধী (২০শে আগস্ট, ১৯৪৪ - ২১শে মে, ১৯৯১) ছিলেন ভারতের সপ্তম প্রধানমন্ত্রী। তিনি ইন্দিরা নেহেরু ও ফিরোজ গান্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর মায়ের মৃত্যুর দিন মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি দেশের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালের ২রা ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে পরাজয়ের পর পদত্যাগ করার আগে পর্যন্ত তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জরুরি ভিত্তিতে জাইকভ ডি টিকা প্রয়োগের ছাড়পত্র দিল ভারতীয় ড্রাগ কন্টোল বোর্ড

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.) : জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য জাইডাস ক্যাডিলার করোনা টিকা জাইকভ ডি-কে ছাড়পত্র দিল ভারতীয় ড্রাগ কন্টোল বোর্ড। তিন ডোজের এই টিকা দিতে চামড়ায় সূচ ফোটানোর প্রয়োজন হবে না বলেই জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, স্বদেশি প্রযুক্তির সাহায্যে নির্মিত জাইকভ ডি-কে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োগের আবেদনে ছাড়পত্র মেলায় আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে এই টিকার ব্যবহার শুরু হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

করোনার বিরুদ্ধে এই জাইডাস ক্যাডিলার ভ্যাকসিনের কার্যকারিতার হার প্রায় ৬৬.৬ শতাংশ। ক্লিনিকাল ট্রায়ালে কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য সাফল্যের হার ৭০ শতাংশেরও বেশি। যেহেতু জাইডাস ক্যাডিলাই সবার প্রথম ডিএনএ ভিত্তিক কোভিড ভ্যাকসিন তৈরি করেছে, তাই এই ভ্যাকসিন ১২ বছরের উর্ধদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যাবে। জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র পাওয়ার পর যদি সাধারন ব্যবহারেও ছাড়পত্র দেওয়া হয়, তবে এটি হবে দেশের ষষ্ঠ ভ্যাকসিন। ইতিমধ্যেই কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন, স্পুটনিক ভি, মর্ডানা এবং জনসন অ্যান্ড জনসনের ভ্যাকসিনকে ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ইমাম হুসেনের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : শুক্রবার আশুরার দিনে হযরত ইমাম হুসাইনের আত্মত্যাগ ও সাহসের পাশাপাশি ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এক টুইট বার্তায় লেখেন, 'আমরা হযরত ইমাম হুসাইন-এর আত্মত্যাগ এবং তাঁর সাহসের পাশাপাশি ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারকে স্মরণ করি। তিনি শান্তি ও সামাজিক সমতার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন।'উল্লেখ্য, মহররমের দশম দিন আশুরার দিন। এই দিনে ইমাম হুসাইন শহিদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

দিল্লিতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ৪৫৯, করোনা-আক্রান্ত আরও ৫৭ জন

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে কিছুটা বাড়ল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, বেড়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও। স্বস্তির বিষয় হল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে কারও মৃত্যু হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৬ জন। নতুন করে ৫৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৭৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৭৯ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১১ হাজার ৭৩৬ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪৬ জন। শুক্রবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪৫৯ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট এই মুহূর্তে ০.০৮ শতাংশ।

দু''দিনের সফরে উত্তরাখণ্ডে নাড্ডা, বৃষ্টির মধ্যেই উষ্ণ অভ্যর্থনা দলীয় কর্মীদের

দেহরাদূন, ২০ আগস্ট (হি.স.): দু''দিনের সফরে উত্তরাখণ্ডে এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। শুক্রবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ দেহরাদূনের জলি গ্রান্ট বিমানবন্দরে পৌঁছন নাড্ডা। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ও উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সভাপতি মদন কৌশিক। সেই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল, বিমানবন্দরের বাইরে লাইন করে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিজেপি কর্মীরা। দলের সর্বভারতীয় সভাপতিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বিজেপি কর্মীরা। সেখান থেকে গাড়িতে হরিদ্বারে চলে যান নাড্ডা।

দু''দিনের এই সফরে দলীয় বিধায়ক, ধামি মন্ত্রিসভার সদস্য, উত্তরাখণ্ড বিজেপির নেতা ও বিভিন্ন সেল ও মোর্চার সঙ্গে বৈঠক করবেন। ২০২২ সালেই উত্তরাখণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন, নাড্ডার এই সফর যে মূলত বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখেই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ভারতকে আত্মনির্ভর করার বার্তা আগেই দিয়েছিলেন রাজীব গান্ধী : অধীর

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): বর্তমানে আত্মনির্ভরতার যে কথা বলা হচ্ছে, অনেক আগেই সেই বার্তা দিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। এমনটাই জানালেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীরের কথায়, ভারতকে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর করে তোলার বার্তা অনেক আগেই দিয়েছিলেন রাজীব গান্ধী। শুক্রবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৭৭ তম জন্মবার্ষিকী। এদিন বীরভূমিতে গিয়ে রাজীবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন রাহুল গান্ধী, গুলাম নবী আজাদ ও অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ। রাজীবকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁরা। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'রাজীব গান্ধীর বার্তা ছিল, ভারত একটি প্রাচীন দেশ কিন্তু নতুন পদ্ধতির সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ভারতকে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর করে তোলার বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে আত্মনির্ভরতার যে কথা বলা হচ্ছে, অনেক আগেই সেই বার্তা দিয়েছিলেন রাজীব গান্ধী।' প্রসঙ্গত, জন্মবার্ষিকীতে রাজীব গান্ধীকে এদিন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

অবন্তীপোরা-এনকাউন্টারে নিকেশ দুই হিজবুল জঙ্গি, রাইফেল ও পিস্তল উদ্ধার

শ্রীনগর, ২০ আগস্ট (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি-নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার পাম্পোরে এলাকার খ্রিউতে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু''জন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি একে রাইফেল ও একটি পিস্তল। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাম্পোরে এলাকার খ্রিউতে সন্ত্রাসবাদীদের গতিবিধির খবর পাওয়ার পর, শুক্রবার সকালে ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীকে লক্ষ্য করে জঙ্গিরা গুলি চালায়। এরপরই শুরু হয় সংঘর্ষ। এনকাউন্টার শুরু হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর কাশ্মীর জোন পুলিশ টুইট করে জানিয়েছে, অবন্তীপোরা-এনকাউন্টারে দু''জন জঙ্গি নিকেশ হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, 'অবন্তীপোরা-এনকাউন্টারে দু''জন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। দক্ষিণ কাশ্মীরে সাধারণ নাগরিকদের হত্যায় জড়িত ছিল হিজবুলের এই হিট স্কোয়াড। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি একে রাইফেল ও একটি পিস্তল।' কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, 'নিহত দুই জঙ্গির মধ্যে একজনের নাম-মুসাইব মুশতাক। চলতি বছরের ২৩ জুলাই একটি সরকারি স্কুলে একজন পিয়নকে হত্যায় জড়িত ছিল সে।'

২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৩৫,৯৯১ জন, ব্রাজিলে করোনায় ১,০৩০ জনের মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ২০ আগস্ট (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা কিছুটা নিম্নমুখী, তবে বাড়ল দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,০৩০ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৩৩ জন করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫ হাজার ৯৯১ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,৪৯৪,২১২ জন। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৯,৩৯৩,০৪৭ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,২৮,৪৩২ জন। তাঁদের মধ্যে ৫,২০,১১৪ জনের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ নয়। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

১.৫৪-লক্ষাধিক দৈনিক সংক্রমণ, আমেরিকায় করোনায় ৯৬৭ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ২০ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে আমেরিকায়, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১.৫৪-লক্ষের বেশি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। আগের দিনের তুলনায় কিছুটা কম হলেও, করোনার প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ৯৬৭ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৫৪,৯১৭ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে ৯৬৭ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ১১২ জনের। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫৪,৯১৭ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৬৭ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮,২৩১,৭৮৭-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩০,৩৯০,৬৬৯ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭,১৯৮,০০৬-তে পৌঁছেছে।

কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি, রয়েছেন ভেন্টিলেটরে

লখনউ, ২০ আগস্ট (হি.স.): শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হল উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের। তাঁর রক্তচাপ কম, স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করতে পারছেন না। ডায়ালিসিস চলছে, এই মুহূর্তে ভেন্টিলেটরে রয়েছেন রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল কল্যাণ সিং। চিকিৎসাধীন রয়েছেন উত্তর প্রদেশের সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ। কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে শুনেই হাসপাতালে পৌঁছে যান উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক আর কে ধীমান জানিয়েছেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। তাঁর রক্তচাপ কম, স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করতে পারছেন না। ডায়ালিসিস চলছে।' এই মুহূর্তে ভেন্টিলেটরে রয়েছেন ৮৯ বছর বয়সী কল্যাণ সিং। ডিরেক্টর ধীমান জানিয়েছেন, দেখা যাক শুক্রবার সন্ধ্যা অথবা শনিবারের মধ্যে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয় কি-না।

কাশ্মীরে ফের সাফল্য, অবন্তীপোরা-এনকাউন্টারে নিকেশ সন্ত্রাসী

শ্রীনগর, ২০ আগস্ট (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি-নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার পাম্পোরে এলাকার খ্রিউতে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু''জন জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। ওই এলাকায় এখনও অভিযান চলছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাম্পোরে এলাকার খ্রিউতে সন্ত্রাসবাদীদের গতিবিধির খবর পাওয়ার পর, শুক্রবার সকালে ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীকে লক্ষ্য করে জঙ্গিরা গুলি চালায়। এরপরই শুরু হয় সংঘর্ষ। এনকাউন্টার শুরু হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর কাশ্মীর জোন পুলিশ টুইট করে জানিয়েছে, অবন্তীপোরা-এনকাউন্টারে দু''জন জঙ্গি নিকেশ হয়েছে।

ভূমিকম্পে কাঁপল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, তীব্রতা মাত্র ৩.৮

পোর্ট ব্লেয়ার, ২০ আগস্ট (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। শুক্রবার ভোররাত ১.৩৭ মিনিট নাগাদ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে মৃদু তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৮। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শুক্রবার ভোররাত ১.৩৭ মিনিট নাগাদ ৩.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে।

ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ১২.৬১ অক্ষাংশ ও ৯২.৫৩ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। ভোররাতে অনুভূত হওয়ায় অনেকেই সেভাবে কম্পন টের পাননি। ভূমিকম্পের তীব্রতা কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। যদিও, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে মাঝেমধ্যেই হালকা থেকে মাঝারি তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়।

তালিবানি ফতোয়া! বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হল আফগান মহিলা অ্যাঙ্করকে

কাবুল, ২০ আগস্ট (হি.স.): মুখে একরকম কথা, বাস্তবটা ঠিক উল্টো। আফগানিস্তান তালিবানদের দখলে চলে যাওয়ার পর থেকেই সবথেকে বেশি ভীত ও আতঙ্কিত সে দেশের মহিলারা। পোশাক-বিধি তো রয়েছেই, কাজে যেতেও পারবেন না মহিলারা-এমনই সব ফতোয়া রয়েছে তালিবানদের। যদিও তালিবানদের কিছু নেতারা বলেছেন, মহিলারা কাজে যেতে পারবেন। বাস্তব যে পুরোপুরি ভিন্ন, তা বুঝিয়ে দিলেন আফগানিস্তানের মহিলা টিভি নিউজ অ্যাঙ্কর শবনম দাওরান। তাঁকে কাজে যেতে বারণ করা হয়েছে। অফিস থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়িতে। আফগানিস্তানের স্টেটনিউজ চ্যানেল আরটিএ পশতুর নিউজ অ্যাঙ্কর হলেন শবনম দাওরান। তিনি একটি ভিডিও মারফত জানিয়েছেন, তিনি অফিসে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাড়ি ফিরতে বলা হয়েছে তাঁকে। অথচ তালিবান নেতারা ইতিমধ্যেই আশ্বস্ত করেছেন, তাঁদের শাসনে কাজ করতে পারবেন মহিলারা। ওই মহিলা সাংবাদিক জানিয়েছেন, আফগানিস্তানে বিগত ৬ বছর ধরে সাংবাদিকতা করছি আমি। আমি অফিসে গিয়েছিলাম কিন্তু পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও পুরুষ সহকর্মীরা আমাকে বলেন আমি কাজ করতে পারব না। অফিস থেকে শবনমকে বলা হয়, আপনি একজন মহিলা, বাড়ি ফিরে যান।

ভারতে ৫৭.২২-কোটির ঊর্ধ্বে টিকাকরণ, মাইলফলকে পৌঁছল করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ৫৭.২২-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৫৪.৭১-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫৭,২২,৮১,৪৮৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৪,৭১,২৮২ জনকে। ভারতে ৫০.২৬-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৮,৮৬,২৭১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫০,২৬,৯৯,৭০২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৮,৮৬,২৭১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ হাজার ৫৭১ জন।

সোমনাথে বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস, মোদী বললেন শক্তিশালী করতে হবে ধর্মীয় পর্যটনকে

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): ধর্মীয় পর্যটনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ধর্মীয় পর্যটনকে শক্তিশালী করতে হবে। এর ফলে তরুণদের কর্মসংস্থান হবে। তাঁরা আমাদের অতীত সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গুজরাটের সোমনাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সোমনাথ ভ্রমণ কেন্দ্র, সোমনাথ প্রদর্শনী কেন্দ্র, শ্রী পার্বতী মন্দির ও পুরাতন (জুনা) সোমনাথের পুনর্গঠিত মন্দির প্রান্ত।

এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'সোমনাথ মন্দির ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে এই পবিত্র স্থানের সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি, এজন্য আমি সত্যি ভাগ্যবান।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সোমনাথে আগত পুণ্যার্থীরা এখন সোমনাথ মন্দিরের আকর্ষণীয় স্বরূপ দেখতে পারবেন, নতুন পার্বতী মন্দিরও দর্শন করতে পারবেন। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান হবে, স্থানের দেবত্বও বৃদ্ধি পাবে।' প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আমাদের অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত, সন্ত্রাস কখনও বিশ্বাসকে চূর্ণ করতে পারে না।'

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস। ছবি ঃ নিজস্ব

আজ ত্রিপুরা সরকারের কৃষি দপ্তরের মোহনভোগ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ভারত সরকারের পিএমসেএসওয়াই এর অন্তর্গত কৃষকদের জলের পাম্প মেশিন এবং মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রদান করা হলো। কুমারিয়কুচা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সম্পাদক কিশোর বর্মণ।

অভয়নগরে আগুনে পুড়ল তিনটি ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের কাছে অভয়নগরে শুক্রবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে তিনটি বসত ঘর পুড়ে গিয়েছে। অগ্নিকান্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায় এবং স্থানীয় জনগণের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন সুবোধ দেববর্মা, রমেন দেববর্মা এবং সজল মালাকার। অগ্নিকান্ডের উৎস সম্পর্কে এখনও পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস নিশ্চিত হতে পারেনি। তবে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল।

রাহুলের বিতর্কিত পোস্ট সরিয়ে দিল ফেসবুক একই পথে ইনস্টাগ্রামও

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি এবং লোকসভার সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিতর্কিত পোস্ট সরিয়ে দিল ফেসবুক।এই একই পথে হেঁটে ইনস্টাগ্রামও রাহুল গান্ধীর বিতর্কিত পোস্ট সরিয়ে দিয়েছে। এতে রাহুল ধর্ষিতা নাবালিকার আত্মীয়দের পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন। সম্প্রতি রাজধানী দিল্লির বুকে ন"বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। এরপর পরিবারকে না জানিয়ে দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। যে ঘটনায় শিহরিত হয়েছিল গোটা দেশ। রাহুল গান্ধী মৃত নাবালিকার আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করেন এবং সবার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস (এনসিপিসিআর) সহ অনেকেই এই বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। এই ইস্যুতে, টুইটার প্রথমে রাহুলের পোস্ট সরিয়েছে এবং তারপর তার অ্যাকাউন্ট লক করেছে ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)।** ব্লাড ব্যাঙ্ক : **জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনীয়ায় বিজেপির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ আগস্ট।। শুক্রবার ৩৫ বিলোনিয়া মন্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় কার্যকারিনী বৈঠক। বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে হয় এই দিনের কার্য কারিনী বৈঠক। মন্ডলের কার্যকর্তা ও বিভিন্ন মোর্চার কার্য কর্তাদের উপস্থিতিতে দলীয় পতাকা উত্তোলন ও ভারত মায়ের, ডঃ শ্যামা প্রশাদ মুখার্জি ও দিন দয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর মধ্য দিয়ে সূচনা হয় এদিনের বৈঠক। আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, দক্ষিণ জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস, প্রদেশ বিজেপি কমিটির সদস্য নিখিল গোপ, এছাড়া ছিলেন দক্ষিণ জেলার রাষ্ট্রিয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রভারি সুনীল মন্ডল, প্রদেশ আইটি ইনচার্জ চন্দন দেবনাথ।

গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বক্সনগর বাজারে অবৈধ পটকা বাজি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ আগস্ট।।বিএসএফ এবং ডিআইবির যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার বিকালে টানা ২ ঘন্টা অভিযান চালানো হয় বক্সনগর বাজারে। এই অভিযানকালে নেতৃত্বে ছিলেন বিএসএফ আধিকারিক এ কে পান্থ।

এবং আগরতলা রামনগর স্থিত ডিআইবি শাখার আধিকারিক গন। এদিন টানা প্রায় দুই ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে বক্সনগর বাজারের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী দুলাল বণিকের দোকান থেকে প্রায় ২৫ হাজার টাকার পটকা বাজি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। যদিও আধিকারিকদের কাছে গোপন খবর ছিল যে বক্সনগর বাজারের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী দুলাল বণিকের দোকানে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ সামগ্রী মজুদ রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে প্রশাসনিক আধিকারিকগন অভিযানে আসেন। তবে এই

অভিযান চলাকালে স্থানীয় কলমচৌড়া থানাকে এক প্রকার ব্রাত্য রাখা হয়েছে। যদিও নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় থানা এলাকার যেকোনো জায়গায় কোন ধরনের অভিযান চালানো হলে, স্থানীয় থানা কে অবগত করতে হয়। তবে আজকের এই ঘটনায় কলমচৌড়া থানাকে কোনভাবেই অবগত করা হয়নি। তবে এই অভিযান চালানোর পূর্বে বক্সনগর বাজার কমিটি থেকে বার বার কলমচৌড়া থানার বড়বাবু বিষ্ণুপদ ভৌমিকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন এই বিষয়ে তিনি অবগত নন। তাই তিনি সেখানে যেতে পারবেনা। শেষ পর্যন্ত বাজার কমিটির চাপে পড়ে কলমচৌড়া থানার এ এসআই গুহ বাবুকে সেখানে পাঠানো হয়। এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশ বিএসএফ এবং ডি আই বি শাখার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে দুলাল বণিকের দোকান থেকে পটকাবাজি উদ্ধার করা হয়।

শুক্রবার সকাল থেকে গঙ্গানগর ব্লকের বৃক্ষদা রিয়াং পাড়া এসবি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা অভিভাবকদের সাথে নিয়ে গন্ডাছড়া-আমবাসা রাস্তা অবরোধ করে। অবরোধকারীদের বক্তব্য তাদের স্কুল ঘরের চাউনি বেশ কয়েক মাস পূর্বে ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। স্কুল ঘরটি সারাই করার জন্য ছাত্র ছাত্রীরা বেশ কয়েকবার শিক্ষা দপ্তরে এমনকি বিডিও, মহকুমা শাসকের নিকট দাবি জানিয়ে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা রাস্তা অবরোধ করে। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান প্রশাসনের আধিকারিকরা। তারা অবরোধকারী ছাত্র ছাত্রী,অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে স্কুল ঘর সারাই করার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধকারীরা রাস্তা অবরোধ তুলে নেয়। এদিকে রাস্তা অবরোধের ফলে অবরোধের দুই দিকে অসংখ্য যানবাহন আটকিয়ে পড়ে যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারন করে।

রাইমাভ্যালি মন্ডলের তপশীলি জাতি মোর্চা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২০ আগস্ট।। ভারতীয় জনতা পার্টি ৪৪ রাইমাভ্যালি মন্ডলের তপশীলি জাতি মোর্চা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। এদিন রাইমাভ্যালি মন্ডল কার্যালয়ে রাইমাভ্যালি মন্ডল কমিটির উপস্থিতিতে তপশীলি জাতি মোর্চা পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। ২১ জনের কমিটির সভাপতি হিসাবে অতীশ চন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক সূর্য দাস, কোষাদক্ষ শংকর মল্লিক, আইটি মিডিয়া ইনচার্জ হিসাবে সঞ্জিত বিশ্বাসের নাম ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া নতুন কমিটিতে ২ জন সহ-সভাপতি, ৪ জন সম্পাদক রয়েছেন। নতুন কমিটি ঘোষণা কালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি রাইমাভ্যালি মন্ডল সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, মন্ডলের সাধারন সম্পাদক আদিত্য সরকার, ধলাই জেলা কমিটির তপশীলি জাতি মোর্চার সম্পাদক মন্ত নমশূদ্র প্রমুখ। রাইমাভ্যালি তপশীলি জাতি মোর্চা নব নিযুক্ত সভাপতি অতীশ চন্দ্র দাস সাংবাদিকদের সামনে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন তপশীলি জাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে নতুন কমিটি কাজ করবে। তিনি বলেন দীর্ঘ বাম শাসনে এলাকার তপশীলি জাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। সভাপতি জানান নতুন কমিটির লক্ষ্য হবে তাদের দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করা।

শান্তিরবাজারে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে, বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ আগস্ট।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত রামরাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দীর্ঘ ৭ মাস যাবত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে না। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর তাদের পরিবারের লোকজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রোগীদের জন্য টিফিন ও খাবারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হলো,

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ির রামরাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিগত থেকে ৮ মাস যাবত হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের খাবার দেওয়া হয়না।এমনটাই অভিযোগ চিকিৎসাধীন রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদের। শুধুমাত্র সকালবেলা টিফিন দেওয়া হয়। এ নিয়ে রোগীর আত্মীয় পরিজন ও এলাকাবাসীরা জানান হাসাপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট জানতে চাইলে উনারা জানান হাসপাতালে রান্না করার লোকজন নেই।তাই রোগীদের খাবার দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। রামরাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সঠিক ভাবে রোগীদের খাবার সংগ্রহের জন্য এলাকাবাসী ও রোগির আত্মীয় পরিজনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি উঠেছে। হাসপাতালের সমস্যা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগী ও এলাকার লোকজন। অবিলম্বে রোগীদের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত খাবার সরবরাহ করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।এখন দেখার বিষয় রোগীদের খাবারের ব্যাবস্থা করতে দপ্তর কি পদক্ষেপ গ্রহন করে।

বিশালগড় হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে সুস্থ হওয়ার জন্য রোগী আসে হাসপাতালে। কিন্তু বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীরা অপরিচ্ছন্নতার কারণে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে হেলদোল নেই প্রশাসনের। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালটি গুজরালে পরিণত হয়েছে। সাফাই কর্মী থাকা সত্ত্বেও কাজে ফাঁকি দিয়েছে বলে অভিযোগ।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সবকিছু জেনে শুনেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাতে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী তাদের পরিবারের লোকজনদেরকে। বিশেষ করে করুনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই জরুরী। অথচ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে সাফাই কর্মীদের গাফিলতিতে হাসপাতালের প্রতিটি কক্ষ নরককুন্ডে পরিণত হয়েছে। বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালের শৌচালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন রুমগুলি অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে গুরুতর অভিযোগ মিলেছে।

দেখা মিলছে না সাফাই কর্মীদের।বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীর আত্মীয় পরিজন ক্ষুব্দ হয়ে তাদের অসন্তোষ উগরে দিলেন। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে দায়িত্বে থাকা সিএমও ডক্টর রঞ্জন বিশ্বাস কর্ণপাত করছেন না। তাই বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীরা আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে অভিযোগ রোগীর আত্মীয় পরিজনদের। অতিসত্বর হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবংসংস্কারের দাবি জানিয়েছেন রোগীর আত্মীয় পরিজনরা।

পরীক্ষায় অংশ নিতে না পেরে পরীক্ষা কেন্দ্রে তালা দিল প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। জেআরবি গ্রুপ ডি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় পরীক্ষা কেন্দ্রের দুই ফটকে তালা মেরে বিক্ষোভ প্রদর্শন পরীক্ষার্থীদের। ঘটনা কৈলাসহরের নেতাজি বিদ্যাপীঠ ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই জেআরবি গ্রুপ ডি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। করণা পরিস্থিতিতে যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিছু কিছু পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হতে না পারায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তাতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে। জানা যায়, দুর্যোগ এবং যানজটের কারণে ট্রাফিক জ্যাম হয় কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসতে পারেনি। তারা যখন পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছায় তখন পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ পাচঁ মিনিট, আবার কেউ কেউ তিন মিনিট পর পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে পৌঁছায়। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রকাশের জন্য তারা অনুরোধ জানায়। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর নেতাজি বিদ্যাপীঠ ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে তাদেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তাতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।এই কেন্দ্রে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২০৮ জন, যার মধ্যে ১৩৮ জন পরীক্ষায় বসে, এবং ৬৫ জন অনুপস্থিত থাকে। পরীক্ষার সময়সূচি ছিল সকাল ১০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১২ ঘটিকা পর্যন্ত। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের দেড় ঘন্টা পূর্বে থেকে প্রবেশের নির্দেশও ছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা আসতে পারেনি তাদেরকে আটকে দেওয়া হয়েছে। অনুনয় বিনোনয় করেও তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে না পারায় ক্ষুব্দ হয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়।এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার পুলিশ ও টিএস আর বাহিনী।ছুটে আসেন ডিসিএম মানস মুড়াসিং সহ অন্যান্যরা। শুক্রবার ছিল জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ত্রিপুরা পরিচালিত জেআরবি গ্রুপ ডি পরীক্ষা।

ক্ষুব্দ পরীক্ষার্থীদের তালা বন্ধের ফলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা পরেও ভেতরে আটকে থাকতে হয় ১৩৮ জন পরিক্ষার্থী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের। দুপুর একটা নাগাদ কৈলাসহর থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ডিসিএম মানস মুড়াসিং এর উপস্থিতিতে তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে অন্যান্য পরীক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবরোধমুক্ত করে।

রতনপুর বাজারে মিছিল সভা সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ আগস্ট।। ঋষ্যমুখ বিধান সভা এলাকায় জনগণের আশু জরুরী ৭দফা দাবীতে সি পি আই এম রতনপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রতনপুর বাজারে মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সি পি আই এম রতনপুর অঞ্চল সদস্য দ্বীপক উচাই বলেন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার যুবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে,, নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বছরের ৫০হাজার চাকুরী দিবো,, স্মার্ট ফোন, মিসকলে চাকুরী এখন কিছু দেয় না,, মিথ্যা বলে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করেছিল,,এখন যুবকরা কাজ চাইলে পুলিশ দিয়ে গেপ্তার করে,, এমন চলতে দেওয়া যাবে না, সি পি আই এম দক্ষিণ জেলা কমিটির সদস্য কমঃ আশীষ দত্ত বলেন বি জে পি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে বাজারের জিনিস পত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া, সকালে বাজারে যখন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস শাক-সবজি, মাছ,মাংস, ডিম,রান্নার তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিন দিন মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে এতে নাজেহাল সাধারণ জনগন,গরীব, দিনমজুর পরিবার গুলির প্রয়োজনের তুলনায় আয় হচ্ছে না, কোভিড পরিস্থিতিতে ও বিজেপি - আই পি এফ টি সরকার সমস্ত ধরনের দ্বায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে বসে আছে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

শ্রমিকদের পুরো মজুরি দেওয়া যাবে না। তখন পুকুরের মালিক বিশ্বজিৎ বৈষ্ণব শ্রমিকের মজুরি কথা মাথায় রেখে নিজের উদ্যোগে বিকল্প ব্যবস্থায় গাছের গুড়ি সরিয়ে ফেলেন। এর পরও শ্রমিকরা রেগার মজুরি ২১২ টাকার বদলে পেয়েছেন হচ্ছে ১৪১ টাকা। আর এর ফলে শ্রমিকদের ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে আজ বিক্ষোভের আকার ধারণ করে।

দেখা দেয় বিপত্তি। যদিও কাজের ইস্টিমেট এর ম্যাজারমেন্ট অনুযায়ী ২মিটারের কম কাজ হওয়ার ফলেই মজুরি কম মিলছে বলে পঞ্চায়েতের তরফে শ্রমিকদেরকে জানানো হয়। এদিকে পঞ্চায়েতের জি আর এস সহ জনপ্রতিনিধিদের সার্বিক সহযোগিতা মিললেও পঞ্চায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এর আইনি জটিলতায় রেগা শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রেগা শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের দাবি তুলেছেন রেগা শ্রমিকরা।

গ্রুপ-সি

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বহির রাজ্যের যেসব পরীক্ষার্থী এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছেন তাদের প্রত্যেককে ৯৬ ঘণ্টার মধ্যে ইস্যু করা আরটিপিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট দেখানো বাধ্যতামূলক।। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে থার্মাল স্ক্রীনিং করে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মাস্ক থাকাও বাঞ্ছনীয়। কোন কারণে কোনো পরীক্ষার্থী মা নিয়ে না আসলে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষা গ্রহণের আগে পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষ স্যানিটাইজ করা হয়। অন্যান্য যাবতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও করা হয়। আগামী রবিবার গ্রুপ সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৮৫ টি কেন্দ্রে গ্রুপ সি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে আজ একাংশ পরীক্ষার্থী জেআরবিটি গ্রুপ ডি পরীক্ষা দিতে পারল না। আসতে কারোর পাচঁ মিনিট কারোর নয় মিনিট দেরি হয়েছে বলে তাদেরকে বড়জলা স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাদের অনেকেই জানিয়েছে ট্রাফিক জ্যামের কারণে সময়মতো তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে পৌঁছাতে পারেনি। বারবার অনুরোধ করেও তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেননি বলে অভিযোগ করা হয়।গ্রুপ ডি পরীক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে অবশ্য কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মিলেনি। আগামী রবিবার গ্রুপ সি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

প্রতিমা ভৌমিক

● প্রথম পাতার পর

গোমতি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকদের চলন সামগ্রী সহ অন্যান্য সামগ্রী প্রয়োজন রয়েছে এমন দিব্যাঙ্গনদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বলেছেন।

এদিন তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরায় আশা ও অঙ্গনওয়াডি কর্মীদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। সারা ত্রিপুরায় কোভিড টিকাকরণে তাঁদের অনবদ্য অবদানকে তিনি কুর্ণিশ জানিয়েছেন। কারণ, তাঁদের জন্যই ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩ শতাংশ টিকাকরণ সম্ভব হয়েছে।

পৃথক স্থানে

● আটের পাতার পর

গাড়ি ও ব্যক্তিগত গাড়ি দিয়ে রক্তালুপ্ত দুই বাইক চালককে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন।কদমতলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্দীপ দেব উভয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। পরবর্তীতে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিঃ রাজ্যে রেফার করেন। বর্তমানে দুজন বাইক চালক গুরুতরভাবে বহিঃ রাজ্যে চিকিৎসাধীন। তবে বাইক চালক বিশাল সিংহের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

এদিকে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি দুর্ঘটনার মামলা হাতে নিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক দুটি তাদের হেফাজতে নিয়েছে। পাশাপাশি চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, আহত বাইক চালক জাকির হোসেনের বাড়ি পূর্ব চুরাইবাড়ি এলাকায় এবং অপর বাইক চালক বিশাল সিংহের বাড়ি কদমতলা এলাকায়।

ভাঙচুর

● আটের পাতার পর

হয়ে একটি ডেপুটেশনও দেন।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ কমল বিকাশ মজুমদার আশ্বস্ত করেন ,ঘটনার সঠিক তদন্ত ও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হবে।সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস, মোহনপুর মহকুমা কমিট

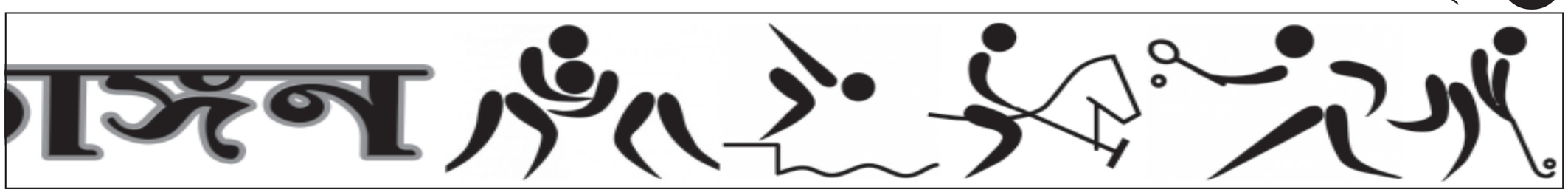

পাকাপাকিভাবে আর্সেনালে সই করলেন মার্টিন ওডেগার্ড

লন্ডন, ২০ আগস্ট (হি.স.) : বহু অপেক্ষার পর অবশেষে পাকাপাকিভাবে আর্সেনালে যোগ দিলেন তরুণ মার্টিন ওডেগার্ড। ব্রিটিশ মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী চার বছরের চুক্তিতে আনুমানিক ৩৫ মিলিয়ন ইউরোর বদলে নরউইজিয়ান মিডফিল্ডারকে দলে নেয় গানার্সরা। আর্সেনালে বিখ্যাত আট নম্বর জার্সি পরে খেলতে দেখা যাবে ওডেগার্ডকে।

গত মরশুমে দ্বিতীয় ভাগে, জানুয়ারি মাসে লোনে আর্সেনালে যোগ দিয়েছিলেন ২২ বছর বয়সী ওডেগার্ড। এক সময়ে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে আলোচিত তরুণ প্রতিভা হিসাবে গণ্য ওডেগার্ডের ফুটবল সফরটা একেবারেই মসৃণ ছিল না। ১৬ বছর বয়সে ভর্তি বার্নাবেউতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামা থেকে আর্সেনালে যোগ দেওয়ার মাঝে ছিল একগুচ্ছ লোন ডিল।

দুই মরশুম আগে রিয়াল সোসিয়াদাদে লোনে থাকার সময়ই আবার লোকনজরে ফের নিজের প্রতিভা মেলে ধরতে সক্ষম হন ওডেগার্ড। দুই বছরের লোনের চুক্তি ভেঙে রিয়াল গত মরশুমে তাঁকে দলে ফেরত নিলেও খেলার খুব বেশি সুযোগ পাননি ওডেগার্ড। ফলে ফের একবার লোনে প্রিমিয়র লিগের আর্সেনালে যোগ দেন তিনি। ম্যানেজার মিকেল আর্টেটা ওডেগার্ডের খেলায় ভীষণভাবে প্রভাবিত হওয়ার পরই তাঁকে দলে নেওয়ার জন্য ঝাঁপায় উত্তর লন্ডনের ক্লাব। অবশেষে তাদের মনকামনা পূর্ণ হল।

ওডেগার্ড দলে যোগ দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি আর্টেটা। চেলসি ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'ও আমাদের দলকে আরও উন্নত করেছিল। আমাদের দলে আরও বেশি বিকল্প ও সৃষ্টিশীল ফুটবলারের দরকার ছিল, যে ভূমিকায় ও সক্ষম। অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় দলের হয়ে খেলার ওর প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওকে আমাদের দলে পাকাপাকি নেওয়ার জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিল এবং আমি সত্যিই খুব খুশি।'

রিয়াল মাদ্রিদ এই চুক্তিতে কোনরকম 'বাইব্যাক ক্লজ' (পুনরায় কিনতে পারার সুযোগ) না রাখলেও 'ফার্স রিফিউজাল ক্লজ' (অন্য ক্লাবে বেঁচার ক্ষেত্রে প্রথম সুযোগ ফুটবলারকে কেনার সুযোগ দেওয়া হবে রিয়ালকে) রেখেছে। প্রসঙ্গত, সদ্য দলে যোগ দেওয়ায় এই সপ্তাহে চেলসির বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন না ওডেগার্ড।-হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

ঘোষিত হল সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সূচি, ৩ অক্টোবর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু ভারতের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : ঘোষিত হল সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সূচি। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা জানিয়েছে, আগামী ৩ অক্টোবর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের অভিযান শুরু ভারতের। এবছর মলদ্বীপের মালেতে শুরু হতে চলেছে এই প্রতিযোগিতা। ভারত-সহ মোট পাঁচটি দল এই প্রতিযোগিতায় খেলবে। ৩ অক্টোবর প্রথম দিনই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামবে ভারত। এরপর তাদের খেলা যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা (৬ অক্টোবর),

নেপাল (৮ অক্টোবর) এবং মলদ্বীপের (১১ অক্টোবর) সঙ্গে। রাউন্ড রবিন নিয়মে খেলা হবে। শীর্ষে থাকা দুটি দল ফাইনাল খেলবে, যা হবে ১৩ অক্টোবর।

ভারতের জাতীয় ফুটবল দল এখন কলকাতায় প্রস্তুতি শিবির চালাচ্ছে। তবে ক্লাবের হয়ে খেলার কারণে অনেকেই সেই শিবিরে নেই। সুনীল ছেত্রী, প্রীতম কোটাল, শুভাশিস বসুরা ব্যস্ত এএফসি কাপে খেলতে। সেই প্রতিযোগিতা হলে তাঁরা জাতীয় শিবিরে যোগ দেবেন। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নেপালের বিরুদ্ধে দু'টি আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে ভারতের। তবে ক্রোয়েশিয়ার ক্লাব সিবেনিকে যোগ দেওয়া সন্দেশ ঝিঙ্গন সেই ম্যাচগুলিতে খেলতে পারবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। সুনীল ছেত্রী-সহ বাকিদের পাওয়ার আশা করছেন কোচ ইগর স্তিমাচ।

সাত পাকে বাঁধা পড়লেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পেসার সন্দীপ শর্মা

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স.) : আইপিএলের দ্বিতীয় পর্ব শুরুর আগে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পেসার সন্দীপ শর্মা। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে সন্দীপের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার খবর জানায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

দীর্ঘদিনর বান্ধবী তাশা সাত্ত্বিককে বিয়ে করলেন সন্দীপ। সন্দীপের স্ত্রী পেশায় জুয়েলারি ডিজাইনার, ব্লগার ও উদ্যোগপতি। সন্দীপ ২০১৮ সালেই আংটি বদল করে ফেলেছিলেন তাশার সঙ্গে। এবার এক সঙ্গে বিবাহিত জীবনের শুভারম্ভ করলেন। ২০১৮ সালেই সন্দীপ অরেঞ্জ আর্মিতে যোগ দিয়েছিলেন। ৩ কোটি টাকায় নিজামের শহরের আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে দলে নিয়েছিল। তারপর থেকেই সন্দীপ কেন উইলিয়ামসনের দলের নিয়মিত সদস্য। পাটিয়ালার ২৮ বছরের

ক্রিকেটার নতুন বলে কামাল করতে জানেন। এখনও পর্যন্ত হায়দরাবাদের হয়ে ৩৯ উইকেট রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। যদিও চলতি বছর আইপিএলের প্রথম পর্বে সন্দীপ সেভাবে ছাপ রাখতে পারেননি। ৩ উইকেট এসেছে তাঁর ঝুলিতে। সন্দীপ চেষ্টা করবেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে জ্বলে ওঠার।

টি-২০ ক্রিকেটে সন্দীপের ১৪৩ ম্যাচে ১৫৯ উইকেট রয়েছে। ৪৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ ও ৪৯টি লিস্ট এ ম্যাচ খেলেছেন ২০১১-১২ মরসুমে অভিষেক করার পর থেকে। সন্দীপ এখনও ভারতেই আছেন। ২০১৫ সালে জিম্বাবোয়ে সফরে ভারতীয় দলে ডাক পান সন্দীপ। সেবার জোড়া টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন তিনি।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক অনুর্ধ ২০ চ্যাম্পিয়নশিপে পদক আনতে পারলেন ভারতের অ্যাথলেটিরা

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : আশা জাগালেও বিশ্ব অ্যাথলেটিক অনুর্ধ ২০ চ্যাম্পিয়নশিপে পকদ আনতে পারলেন ভারতের অ্যাথলেটিরা। শুক্রবার কেনিয়ার নাইরোবিতে চলা বিশ্ব অ্যাথলেটিকে অনুর্ধ ২০ চ্যাম্পিয়নশিপে আশা ছিল পদকের। তবে পদকের আশা জাগিয়েও খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে ভারতীয় অ্যাথলিট কুওয়ার অজয় রাজ সিং রানা ও জয় কুমারকে।

২০১৬ সালে এই অনুর্ধ ২০ চ্যাম্পিয়নশিপেই সোনা জিতে শুরু হয়েছিল নীরজ চোপড়া যাত্রা। তাই পাঁচ বছর পরে আবারও জ্যাভলিন থ্রোয়ের ফাইনালে অংশ নেওয়া দুই ভারতীয়র কাছ থেকেই অনেকটা একই রকম প্রত্যাশা ছিল দেশের জনগণের। নিজের চতুর্থ প্রয়াসে ৭৩.৬৮ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছোড়ার পর অল্প সময়ের জন্য হলেও পদকের আশা জাগিয়েছিলেন অজয় রানা। নিজের সর্বকালের সেরা ৭৪.৭৫ মিটার ছুড়তে পারলেই রানা পদক নিশ্চিত করতেন, তবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রয়াসে ৭৩.৬৮ মিটারের গন্ডি পেরোতে পারেননি তিনি। দেশের জনসাধারণের প্রত্যাশা মত পদক জিততে ব্যর্থ হলেও সম্মানজনক পঞ্চম স্থানে শেষ করেন রানা। অপরদিকে, জয় কুমার ৭০.৭৪ মিটার ছুড়ে রানার ঠিক পড়েই ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেন। অন্যান্য ইভেন্টে নন্দিনী আগাসারা ১০০ মিটার হার্ডেলে সেমিফাইনালে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেন। ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করতে তাঁকে প্রথম চারের মধ্যে শেষ করতে হত। ৩০০ মিটার স্টেপেলচেজে সুমিত জলিয়া নিজের হিটে ১১ ও সব মিলিয়ে ২২তম স্থানে শেষ করেন।-হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

PNIeT No. 172-174/EE/DWS/BLG/2021-22 dated 16/8/2021
The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from eligible bidders up to 15.00 hrs. 6/09/2021 for extension of domestic connection (FHTC) in urban area of Bishalgarh, Melaghar & Sonamura in Sepahijala Dist. For details please visit https:// tripuratenders.gov.in or contact with at the 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

(Er. M.K. Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh
ICA-C-1827/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 10/EE/PWD (R&B)/KMP/DIV/2021-22 Date: 13/08/2021
The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD (R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-Tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / AADC / MES CPWD / Railway / Other State PWD upto 3.00 P.M on 06/09/2021 for the works:
1. DN IT No. 21/DNIT/SE-V/AMB/2021-22
2. UNIT No. 22/UNIT/SE-V/AMB/2021-22
3. DN IT No. 23/DNIT/SE-V/AMB/2021-22
For details visit website ***https://tripuralenders.gov.in*** and for any enquiry. please contact by e-mail to ***pwd.rb.kmp.division@gmail.com.***

Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD (R&B)
Kamalpur, Dhalai Tripura.
ICA-C-1832/2021-22

বন্যার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছে দপ্তর

নদী, নালা, ছড়ায় বিষ দিয়ে মাছ ধরবেন না। বৃক্ষরোপণ করুন ভূমিক্ষয় রোধ করুন।

1) Financial & Physical achievements of mojor works (Nabard-RIDF-XXV) under W.R. Division No. VI-Kailashahar. মোট - ১১টি (Work) ১৬ কোটি ৭৪ লক্ষ শেষের পথে।
2) Financial & Physical achievements of mojor works (State Plan) under W.R. Division No. VI-Kailashahar. মোট - ১৩টি (Work) ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা কাজ শেষের পথে।
3) Protection work at Tirupati Mandir. Completed during the year 2021-2022.
4) Protection work at Latiapura under BADP Scheme. Complete during the year 2021-2022.
5) Protection work at Kamrangabari Gr. II/II. Completed during the year 2019-2020.
6) Protection work at Daspara. Completed during the year 2020-2021.
7) Protection work at Kamrangabari Gr. I/II. Completed during the year 2019-2022.
8) Protection work at Kamrangabari Gr. II/II. Completed during the year 2020-2021.
9) Protection work at Daspara. Completed during the year 2020-2021.
10) Protection work at Latiapura under BADP SCHEME. Completed during the year 2021-2022

Executive Engineer
Water Resource Division -VI
Kailashahar, Unakoti Tripura

বন্যার জন্য প্রস্তুত থাকতে হলে আপনার করনীয়

বন্যার পূর্বে ঃ

বন্যার জন্য প্রস্তুত থাকতে হলে আপনার করণীয়
১. আপনার এলাকায় বন্যা প্রবণ স্থান চিহ্নিত করুন।
২. বন্যা প্রবণ স্থানে বাড়ি করবেন না, অথবা আপনার বাড়িকে উঁচু এবং মজবুত করুন।
৩. যদি বন্যা প্রবণতাপূর্ণ হয় তাহলে চুল্লি, এবং বৈদ্যুতিক প্যানেল উঁচু করুন।
৪. আপনার এলাকার বাড়িগুলিতে যাতে বন্যার জল প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রতিবন্ধক (যেমন পাড়, বিম, প্রাবন বাধ) নির্মাণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কিনা তা জানার জন্য মহকুমা / ব্লক/ পুর পরিষদের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

বন্যার সময় :

আপনার এলাকায় বন্যার সম্ভাবনা দেখা দিলে আপনার করণীয়
১. খবরের জন্য রেডিও শুনুন এবং টেলিভিশন দেখুন। আপনার এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যবস্থাপক কমিটি/ দলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
২. ফ্ল্যাশ ফ্লাডিং সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। ফ্ল্যাশ ফ্লাডের সম্ভাবনা থাকলে তাড়াতাড়ি অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় চলে যাবেন। নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবেন না।
৩. জলপ্রবাহ, নিষ্কাশন প্রণালী, গভীর গিরিখাত এবং অন্যান্য জায়গায় যেখানে হঠাৎ করে বন্যা হতে পারে, সেগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। এইসব জায়গায় বৃষ্টি মেঘ বা ভারী বর্ষণে ফ্ল্যাশ ফ্লাড আগাম সতর্কতার আগেই আসতে পারে।

বন্যার পর :

বন্যার পরবর্তী সময়ের জন্য নির্দেশিকা :
১. লোকালয়ের জল পান করার জন্য উপযুক্ত কিনা তা জানার জন্য খবর শুনুন।
২. বন্যার জল ব্যবহার করবেন না, তেল, গ্যাসোলিন অথবা কাঁচা ময়লা দ্বারা জল দূষিত হতে পারে। ভূ-গব্বর বা পড়ে থাকা বিদ্যুৎ লাইনের দ্বারা জলে বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত থাকতে পারে।
৩. স্থির জল পরিহার করুন।
৪. বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন পড়ে থাকলে সতর্ক থাকবেন এবং বিদ্যুৎ দপ্তরে খবর পাঠাবেন।
৫. প্রশাসন কর্তৃক বিপদ মুক্ত ঘোষণা করলেই বাড়িতে ফিরবেন।
৬. বাড়িতে প্রবেশের সময় সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ভিতরে লুকায়িত কোন ধরনের ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে বিশেষ করে ভিতরে ক্ষতি হতে পারে।
৭. যে জায়গাগুলি ভিজে গিয়েছে সেগুলি ভাল করে মুছবেন এবং জীবাণু মুক্ত সেল বা রাসায়নিক দ্রব্য থাকতে পারে

ভূমিকম্প ঃ আপনি কি প্রস্তুত ?

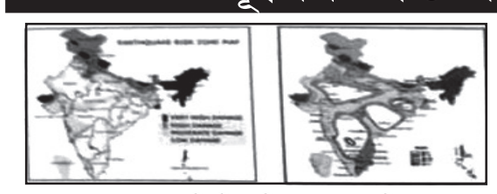

আপনার বাড়ি কি ভূমিকম্পের সুরক্ষিত ?
যদি না হয় তাহলে নিজের বাসগৃহতে ভূমিকম্প রোধক প্রযুক্তি প্রয়োগ করুন, নতুন বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণ উপবিধি (Building Byelaws) এবং ভূমিকম্প রোধক প্রযুক্তি প্রয়োগ করুন। বিদ্যালয় গৃহ / আশেপাশে অন্যান্য বাড়ি গুলি সুরক্ষিত কিনা তা জানতে দক্ষ বাস্তুকারের সাহায্য নিন।

আপনি কী জানেন ?
ত্রিপুরা ভূমিকম্প প্রবণ ৫নং জোনে অবস্থিত।

ভূমিকম্পের সময় কি কি করা উচিত

➔ ভূমিকম্পের পূর্বে প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম মজুত রাখুন।
➔ ভূমিকম্পের সময় সকলেই শান্ত থাকুন।
➔ ভূমিকম্প থেমে যাওয়ার পর খোলা আকাশের নিচে চলে যান নামার সময় কোন প্রকার ধাক্কাধাক্কি করবেন না।
➔ বহুতল বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় লিফ্‌ট ব্যবহার করবেন না।
➔ ভূমিকম্পের পর প্রাথমিক উদ্ধার কার্যে এগিয়ে আসুন এবং প্রশাসনের সাহায্য নিন।

ভূমিকম্প থেকে সবসময় সতর্ক থাকুন
ঝুঁকি অবস্থায় কোন কাজ করা ঠিক নয়।

ভূমিকম্পের সময় প্রথম মেঝেতে বসে পড়ুন, টেবিল/খাট/চেয়ারের তলায় ঢুকে পায়া শক্ত করে ধরে বসুন, অপেক্ষা করুন যতক্ষণ পর্যন্ত না ভূমিকম্প থামছে।

জরুরি পরিষেবার জন্য যোগাযোগ করুন -
কন্টোল অফিস কুমারঘাট মহকুমা — ০৩৮২৪-২৬১২০০ -
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ০৩৮২৪-২৬১২৮৮
পুলিশ / স্থানীয় থানা- ১০০/০৩৮২৪-২৬১২০৪
দমকল / স্থানীয় দমকল ১০১/০৩৮২৪-২৬১২০৮
হাসপাতাল / এ্যাম্বুলেন্স ১০২/০৩৮২৪-২৬১২৯০
ইলেকট্রিক অফিস ০৩৮২৪-২৬১২০৬
পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি (EWS) -০৩৮২৪-২৬১২২৮

মাস্ক পড়ুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন / কৈলাসহর মহকুমা শাসক কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

শুক্রবার আগরতলায় বিদ্যুৎ সেবা এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি নিজস্ব।

বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কর্মচারিগণ পুরস্কৃত

প্রত্যেকের কাজকে স্বীকৃতি দেবার জন্যই পুরস্কার চালু করা হয়েছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।।আধুনিক যুগে বিদ্যুৎ ছাড়া কিছু চিন্তাও করা যায়না। অথচ এই ক্ষেত্রটি ভীষণ স্পর্শকাতর। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই ক্ষেত্রে কাজ করতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (টিএসইসিএল) এই কাজটিই করে চলেছে। আজ সন্ধ্যায় সুকান্ত একাডেমিতে বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যৎমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য নিগমের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিদের পুরস্ক'ত করা হয়। এরমধ্যে একজনকে মরনোত্তর পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে বিভিন্ন স্তরে ৭৮টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বিদ্যতের ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এডিবি, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এন ই সি থেকে পাওয়া অর্থের সাহায্যে রাজ্যে বিদ্যৎ ক্ষেত্রে বিশাল কর্মযি' হাতে নেওয়া হয়েছে। আমবাসা থেকে গঙ্গানগর পর্যন্ত ১৩৩ কেভি লাইন চালু করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই পরিবাহী লাইনে গণ্ডাছড়া পর্যন্ত বিদ্যৎ পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন রাজ্যে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই নতুন বিদ্যৎ সাবস্টেশন চালু করা হচ্ছে। বিদ্যতের যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলি দূর করার জন্য এই সাবস্টেশনগুলি চালু করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সব কিছুতেই নতুনত্ব আসছে। ইতিমধ্যেই মার্ট কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। প্রিপেইড মিটারও ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত সমস্যা দূর করেই এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, আজ হচ্ছে সবাই মিলে কাজ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার প্রতি'া নেবার দিন। প্রত্যেকের কাজকে স্বীক'তি দেবার জন্যই এই পুরস্কার চালু করা হয়েছে। যে সংস্থা নিজের কর্মচারিদের সম্মান দিতে জানে না তারা খুব দ্রত গতিতে এগিয়ে যেতে পারে না। এখানে আর্থিক পুরস্কার বড় কথা নয়। সম্মান স্বীক'তি হচ্ছে বড় বিষয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যৎ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, গত কয়েক বছরে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যৎ নিগম লিমিটেড শুধু উত্তর-পূর্বা'ল নয়, সমগ্র দেশেই খুব ভাল পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে। তিনি কর্মচারিদের পুরস্ক'ত করায় নিগমের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এ বছর যারা পুরস্কার পাননি তারা উৎসাহিত হয়ে ভাল করে কাজে মনোনিবেশ করবেন এবং আগামীতে পুরস্ক'ত হবেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যৎ নিগম লিমিটেডের এম ডি ড. এম এস কেলে। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন টি এস ই সি এল-এর ডিরেক্টর (ফিনান্স) সরবজিৎ সিং ডোগরা। অনুষ্ঠানে টিএসইসিএল-এর ডিরেক্টর (টেকনিক্যাল) দেবাশিস সরকারও উপস্থিত ছিলেন। অতিথিগণ পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে নিজেদের কাজে অসামান্য অবদানের জন্য ১১ জনকে সর্বোত্তম বিদ্যৎ সেবা অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছে। তাদের পঁচিশ হাজার টাকা নগদ, স্বর্ণ পদক এবং মানপত্র দেওয়া হয়েছে। অতি বিশিষ্ট বিদ্যৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড যারা পেয়েছেন তাদের পনের হাজার টাকা নগদ, রৌপ্য পদক এবং মানপত্র দেওয়া হয়েছে। বিশেষ বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড যারা পেয়েছেন তাদের নগদ ১০ হাজার টাকা, বো' পদক এবং মানপত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যৎ নিগম লিমিটেডের এজিএম, ট্রান্সমিশন সার্কেল র'ন দেববর্মা পুরস্কার হিসেবে পাওয়া নগদ পঁচিশ হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন। তিনি এই অর্থরাশি উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সেরা ডিভিশন, সার্কেলকেও পুরস্ক'ত করা হয়েছে।

নিউ জেনারেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্ক প্রকল্প চালু রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।।রাজ্যের সমস্ত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনগুলিকে স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ৮ জলাই, ২০২১ থেকে নিউ জেনারেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্ক (ঞ্ঞওজ্জঞ্ঞ) প্রকল্প চালু করেছে। প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ত্রিপুরা সরকার তিনটি টেকনিক্যাল ডিগ্রী কলেজের সাথে মৌ স্বাক্ষর করেছে। ত্রিপুরা সরকারের আই টি দপ্তরের অধিকর্তা ডা. নরেশ বাবু এন এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডা. এ রঙ্গনাথের উপস্থিতিতে ১৮ আগস্ট, ২০২১ তারিখে এক মৌ স্বাক্ষরিত হয়। তেমনি ১৬ এবং ১৭ আগস্ট, ২০২১ অন্য দুটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে যথাক্রমে এন আই টি, আগরতলা ও টেকনো কলেজ অব ইঁনিয়ারিং, আনন্দনগর, আগরতলার সাথে।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্ভাবনীমূলক গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া এবং ছাত্রছাত্রীদের ও রিসার্চ স্কলারদের উৎসাহিত করা। রিসার্চ স্কলার ও ছাত্রছাত্রীরা যেন তাদের উদ্ভাবনীমূলক 'নকে ছড়িয়ে দেয় ও তাদের গবেষণার কাজে আর্থিক সহায়তা পায় যাতে সেই 'নকে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক মূল্যযুক্ত কিছু তৈরি করা বা ব্যবসায়িক উদ্যোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। এই প্রকল্পের আওতায় তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর এসমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে অনুদান হিসেবে দেবে ও পরিচালন ব্যয় বাবদ প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। তাছাড়া আই টি দপ্তর প্রতিটি মৌ অন্তর্ভক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর প্রতিটি প্রজেক্ট-এর জন্য ১ লক্ষ টাকা করে সহায়তা দেবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে সর্বোচ্চ এরকম পাঁচটি প্রজেক্ট-এর জন্য সহায়তা দেওয়া হবে। তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সুপ্রকাশ জমাতিয়া এক প্রেস রিলিজে এ সংবাদটি জানিয়েছেন।

আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে প্রতিমন্ত্রীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।।আজ আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের লেকচার হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উল্লেখ্য, শ্রীমতি ভৌমিক জিবিপি হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, প্রাথমিকস্তর পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যেকে মেডিকেল হাব হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সকলস্তরের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মিলিত প্রয়াস। তিনি বলেন, সম্পতি রাজ্যে কোভিড মোকাবিলার পাশাপাশি হৃদরোগ, নিউরো ও বিভিন্ন জটিল অ'ৌপচারে রাজ্যের চিকিৎসকগণ বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, এখন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমন্বয় অনেকটাই বেড়েছে। স্বাস্থ্য কাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট আন্তরিক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রক। তিনি জনকল্যাণে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রোগী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও এদিন আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি, অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন, আয়ুমান ভারত (এজিএমসি) এবং নার্স ও সকলস্তরের স্বাস্থ্য কর্মীদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

নারী সমিতির ডেপুটেশন আমবাসায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ধলাই জেলার আমবাসা চান্দ্রাই ছড়া এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমবাসা পুর পরিষদে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।

দীর্ঘদিন ধরেই আমবাসা চান্দ্রাই ছড়া এলাকার রাস্তাটি বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। ছোট বড় দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে। রাস্তা সংস্কার সহ এলাকার বিভিন্নন দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়েছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির আমবাসা বিভাগীয় কমিটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে মোট ৭দফা দাবিতে পুর পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।সাত দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবি হল ,আমবাসা চান্দ্রাই ছড়া এলাকার রাস্তাটি পুনরায় নির্মাণ করা, চান্দ্রাইছড়া এলাকায় নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ করা, এলাকার রাস্তার পাশের স্ট্রিট লাইট মেরামত করা প্রভৃতি। আমবাসা পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে ৭ দফা দাবি নিয়ে শুক্রবার মিলিত হয় সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন নিখিম রাঙ্খল। কর্তৃপক্ষ দাবি গুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

১১ বছর লুকিয়ে ছিল ভারতে, বহিষ্কারের পর দেশে ফিরেই সে তালিবান যোদ্ধা

কাবুল, ২০ আগস্ট (হি. স.) : হাতেনাতে ধরা পড়ার পর মাস দেড় আগে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল ভারত থেকে। ফেরৎ পাঠানো হয় স্বদেশে, আফগানিস্তানে। বছর তিরিশের সেই নুর মহম্মদ আজিজ মহম্মদ এখন তালিবান যোদ্ধা।

১১ বছর ধরে নাগপুরে অবৈধ ভাবে বাস করেছিলেন তিনি। সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে নুরের গতিবিধির উপর অনেক দিন ধরেই নজর ছিল পুলিশের। পুলিশ এ-ও জানত, দিঘোরি এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে অবৈধ ভাবে আস্তানা গেড়েছেন তিনি। নুর কোথায় যান, কী করেন, নেটমাধ্যমে কাকে অনুসরণ করেন, কী শেয়ার করেন দীর্ঘ দিন ধরে এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে হঠাৎ এক দিন তাঁকে পাকড়াও করে নাগপুরের পুলিশ।

আটক করার পর তদন্ত করে জানা যায়, ২০১০ সালে ৬ মাসের পর্যটক ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছিলেন নুর মহম্মদ। তাঁকে যাতে শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হয়, তার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের আবেদন করেছিলেন তিনি। যদিও তা খারিজ করা হয়। তারপর থেকেই নাগপুরে অবৈধ ভাবে থাকতে শুরু করেন তিনি। গত ২৩ জুন তাঁকে আফগানিস্তানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে দেশে তালিবানি শাসন কায়েম হতেই হঠাৎ নেটমাধ্যমে ভেসে উঠেছে র ছবি। হাতে রাইফেল। টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন কাবুলের রাস্তায়। যা দেখে হতবাক নাগপুরের পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, আফগানিস্তানে ফিরে গিয়েই তালিবান গোষ্ঠীতে নাম লেখান নুর। শুক্রবার এ কথা জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক।

দম্পতিকে বেধে ঘরের সর্বস্ব লুঠ করল চোরের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। সিধাই থানা এলাকার দিঘালিয়া গ্রামে এক দম্পতিকে ঘরের ভিতর বেধে বিষ খাইয়ে ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

রাতের আধারে চোরের দলের হানা বিপ্লব মণ্ডল নামে এক ব্যাক্তির বাড়িতে।ঘরে প্রবেশ করে মালিক বিপ্লব মণ্ডলকে মারধর করে জোর করে বিষ খাইয়ে দিয়ে চুরিকান্ড সংঘটিত করে চলে যায় চোরেরা।ঘটনা মোহনপুরের দিঘালিয়া এলাকায়।জানা যায়, বৃহস্পতিবার গভীর রাত আনুমানিক একটা নাগাদ বিপ্লব মণ্ডল ও তার স্ত্রী দরজা খোলে ঘর থেকে বের হলে চোরেরা তখন ঘরে প্রবেশ করে।বিপ্লব ও তার স্ত্রীকে দঁড়ি দিয়ে বেধে ফেলে।মারধর করে জোড় করে বিষ খাইয়ে দিয়ে ঘর থেকে রাবারের সিট সহ বেশকিছু জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়।বর্তমানে বাড়ির মালিক বিপ্লব ও তার স্ত্রী আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এধরনের চুরি কান্ডের ঘটনা জানানো হয় সিধাই থানায়। মোহনপুরের দিঘালিয়া এলাকায় এধরনের চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

সিপিএম নেতার উপর আক্রমণ গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। সিপিআইএম মোহনপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তথা প্রাক্তন পশ্চিম জেলার জেলা সভাধিপতি দিলীপ দাস আক্রান্ত হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সর্বত্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়েছে।রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাতে কামালঘাটের শান্তিপাড়াতে সিপিআইএম মোহনপুর মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য দিলীপ দাসের উপর প্রানঘাতি হামলার ঘটনার প্রতিবাদে সামিল হল মোহনপুর মহকুমা কমিটির নেতৃত্ব। শুক্রবার সকালে লেম্বুছড়াস্থিত মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এবং সেখান থেকে নেতৃত্বদের একটি প্রতিনিধি দল মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সাথে সাক্ষাতে মিলিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত চার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/ চুড়াইবাড়ি, ২০ আগস্ট।। গোমতী জেলার কুপিলং এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় ২ যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।রাজ্যে যান দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই যান দুর্ঘটনায় প্রাণহানির এবং পঙ্গুত্বের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। যান দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফ থেকে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে মান্য করছে না যানবাহনের চালক ও পথচারীরা। সে কারণেই রাজ্যে দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গতকাল রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ গোমতী জেলার কুপিলং এলাকায় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে২ যুবক। বুধবার রাত আনুমানিক ৯.৩০ মিনিট নাগাদ উদয়পুর পুলিশ লাইন থেকে কুপিলং বাজারে যাওয়া পথে কুপিলং এলাকায় বাক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার পাশে একটি দোকানের মধ্যে ঢুকে যায়। এলাকাবাসীরা বিকট শব্দ পেয়ে রাস্তায় দৌড়ে এসে দেখে দুই যুবককে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেয়। উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ছুটে এসে দুই যুবককে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময় এক যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয় বলে জানান গোমতী জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক অভিজিৎ দত্ত।অপর আহত যুবককে গোমতী জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য রাখা হয়।এলাকাবাসীদের অভিযোগ দ্রুত গতির ফলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের মধ্যে এক জনের নাম হল টিটন নমঃ(১৮)।অপর আহতের নাম জানা যায় নি। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত দুই বাইক চালক।আহত বাইক চালক বিশাল সিংহ ও জাকির হোসেন। উভয়েই গুরুতর অবস্থায় বহিঃ রাজ্যে চিকিৎসাধীন।তবে বাইক চালক বিশাল সিংহের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনা চুরাইবাড়ি থানাধীন শ্মশান কালী বাড়ী সংলগ্ন এলাকায়।পুলিশ একটি দুর্ঘটনা মামলা হাতে নিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি বাইক তাদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা আনুমানিক আটটা নাগাদ উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন শ্মশান কালী বাড়ী সংলগ্ন এলাকায়. রয়েল এনফিল্ড এবং গ্ল্যামার বাইক দুটির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষে দুটি বাইকে থাকা চালক বিশাল সিংহ ও জাকির হোসেন চুরাইবাড়ি কদমতলা সড়কের উপর ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থল থেকে প্রত্যক্ষদর্শীরা দমকলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ আদায় ও প্রদানের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২০ শে আগস্ট।। আজকে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক জামজুড়ি শাখা ও অংকুর ফারমার্স ক্লাবের সহায়তায় দুধপুষ্করণী গ্রাম পঞ্চায়েতে এর উদ্যোগে ঋণ গ্রহণ ও প্রদান সংক্রান্ত এক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি দপ্তরের কাকড়াবন কৃষি মহকুমার আধিকারিক,গ্রামীণ ব্যাংক জামজুড়ি শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও ফিল্ড অফিসার এবং দুধপুষ্করণী গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম প্রধান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। এই আর্থিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইসলামের সমর্থকরা তালিবান সমর্থক হতে পারে না ঃ রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তানের পরিবর্তিত পরিস্থিতির পর থেকে, তালিবান এবং এর কর্মকাণ্ডকে বৈধ করার জন্য কবি মুনাওয়ার রানা সহ সকল মুসলিম নেতাদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা চলছে। এই ধরনের নেতাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ। তালিবানদের সমর্থনকারী নেতাদের সমালোচনা করে রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই ধরনের লোকেরা ইসলামের সমর্থক হতে পারে না। কারণ তারা আল্লাহ-র পথ অনুসরণ করে ইসলামে বিশ্বাস করে না।

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ শুক্রবার একটি বিবৃতি জারি করে তালিবানে হয়ে গলা ফাটানো নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে যে, ভারতের কিছু মুসলিম নেতা যেমন মাওলানা সাজ্জাদ নোমানী, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সনোল ল বোর্ডের মুখপাত্র, শায়র মুনাওয়ার রানা, সমাজবাদী পার্টির সাম্বাল এমপি শফিকুর রেহমান বার্ক, এআইআইএমআইএম-এর আসাদউদ্দিন ওয়াইস তালিবানকে সমর্থন করেছেন। মঞ্চ বলেছে, এটা লজ্জার বিষয় যে এই নেতারা তালিবানদেরকে দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ ধরনের মানুষ মোটেও ইসলামের সমর্থক হতে পারে না। ফোরামের আবেদন, এই ধরনের লোকদের শুধু সমালোচনা করলেই চলবে না, বরং তাদের প্রত্যাখ্যান করা যুক্তিযুক্ত হবে।

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ আরও বলে যে, হত্যাকারী এবং আফগানিস্তানে নিহত ব্যক্তি উভয়েই আফগান মুসলিম। আফগান মুসলিম, যিনি প্রকৃত ইসলাম অনুসরণ করে রসুল ও কুরআনের নীতি অনুসরণ করছেন, তালিবান মানসিকতার মৌলবাদী মুসলমানদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছেন। আমরা ভারতের মুসলমানরা প্রকৃত ইসলাম, রসুল, কুরআন এবং হাদিসে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি যে ইসলাম প্রত্যেকের মঙ্গল, সমৃদ্ধি, ভ্রাতৃত্ব এবং নারীর প্রতি সম্মান চায়।

মঞ্চ তালিবানদের কঠোর সমালোচনা করে বলে যে, তালিবানরা যারা আফগানিস্তানে নারীদের উপর অত্যাচার করছে, নিরীহ নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে, তারাই আল্লাহ ও রসুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তার ইসলাম শরিয়ত নয়। আফগানিস্তানে নিরীহদের উপর যে নিপীড়ন ও অপমান হচ্ছে তা ইসলামের নামে কলঙ্কজনক।

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ আরও বলে যে, ইসলামের মুসলমানরা যদি আজ বিশ্বের যে কোন জায়গায় নিরাপদ থাকে, তাহলে তারা ভারতে আছে, কারণ ভারতের ইসলামই শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখে। আজ এই ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

ফোরাম এই বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছে যে ভারত সরকার আফগানিস্তানে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং সেই দেশের উন্নয়নের জন্য ভারতে যে কোন তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ আশমের স্বামীজির উপর হামলার প্রতিবাদে শুক্রবার আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।